রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

03512 252735
New Heaven Lodge
Boarding & Lodging
K.J. Sanyal Road, Malda
In front of N.B.S.T.C. Bus Depot.
email : newheavenmalda@gmail.com
মালদার এই লজে কাজের জন্য একজন ওয়ার্ড বয় দরকার। ন্যূনতম বেতন ৪৫০০ টাকা।

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২০ অগ্রহায়ণ – ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ ঃ ৭ ডিসেম্বর – ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 8, 7 December - 13 December, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## দিনগুলি মোর...

**সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার:** দ্বিতীয়বারের জন্য মোদী সরকার ফিরে আসার পর

দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমেই অস্বস্তিতে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকার। জিডিপির হার প্রকাশ হওয়ার পর এই চিন্তা নিশ্চিতভাবে আরও বাড়তে চলেছে। সাম্প্রতিক যে ত্রৈমাসিক সামনে এসেছে তার জিডিপি বা উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেকটাই কমে ৪.৫ এ এসে দাঁড়িয়েছে। যথারীতি তা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে বিরোধীরা। কেন্দ্র অবশ্য এর জন্য দায়ী করছে বিশ্ব আর্থিক মন্দাকেই।

**রবিবার:** শিবসেনা–এনসিপি–কং জোট সরকার গড়ার পর

এবার মহারাষ্ট্র বিধানসভায় আস্থা অর্জনেও সফল হল এই ত্রয়ী। উদ্ধব ঠাকরের সরকারের পক্ষে ১৩ টি ভোট বেশিই পড়েছে। সরকারের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ১৬৯। বিজেপি অবশ্য ওয়াকআউট করল সভা।

**সোমবার:** আর্থিক মন্দার ছায়া যখন ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে

তখন সামান্য হলেও কেন্দ্রকে স্বস্তি এনে দিল জিএসটি'র সংখ্যাবৃদ্ধি। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের পক্ষেও তা অত্যন্ত ইতিবাচক। প্রসঙ্গত, এক লক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে জিএসটি জমার পরিমাণ। যা গত কয়েকটি ত্রৈমাসিকের চেয়ে অনেক বেশি।

**মঙ্গলবার:** ধর্ষকদের পিটিয়ে মারার পক্ষে রাজ্যসভায় সওয়াল

করলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চন। অন্ধ্রের পশু চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির ধর্ষণ নিয়ে সারা দেশ যখন উত্তাল তখন এই কথা বলেন জয়া বচ্চন। যা নিয়ে বিতর্কের ঢেউ উঠেছে দেশজুড়ে।

**বুধবার:** রাজ্যপালের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিল আটকে। এই

মর্মে দুদিনের জন্য রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন দুদিনের জন্য মুলতুবি করে দিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি রীতিমতো সোচ্চার হয়েছে।

**বৃহস্পতিবার:** নজরুল মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল রাজ্য

সঙ্গীত মেলার। উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন কুমার শানু, অভিজিত, রাজ চক্রবর্তী সহ আরও অনেক বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী।

**শুক্রবার:** তামাম ভারতবাসীর ঘুম ভাঙল একটি অভূতপূর্ব খবরের

মধ্যে দিয়ে। পশু চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে ধর্ষণের ঘটনার মূল চার অভিযুক্তকে এনকাউন্টারে খতম করল হায়দ্রাবাদী পুলিশ। সরকারিভাবে তাঁরা জানান, ওই অভিযুক্তরা তাঁদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। সেজন্য বাধ্য হয়েই তাদের নিকেষ করতে হল।

সবজান্তা খবরওয়ালা

# পশ্চিমবঙ্গে কি সাংবিধানিক সংকট আসন্ন?

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রবহমান রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত, আকাশ ছোঁয়া সবজির দাম, নাগরিকত্ব নিয়ে চরম বিভ্রান্তি, শিক্ষকদের অনশনের মতো পঞ্চশূলের পাশাপাশি রাজ্যপাল–সরকার বিরোধ পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে কি বিড়ম্বনা নিয়ে আসছে তা নিয়ে কৌতুহলের পারদ চড়ছে বঙ্গবাসীর মনে। এর আগে কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর আমলেও মাঝে মধ্যে বিবাদে জড়িয়েছে রাজভবন–নবান্ন। কিন্তু তা কখনোই অসৌজন্যতার স্তরে পৌঁছায়নি। একবার রাজভবন থেকে বেরিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভে দুঃখে পদ ছাড়বার সম্ভাবনার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু পরে তা স্তিমিত হয়ে যায়। ভালোয় ভালোয় বিদায় নেন ত্রিপাঠী।

গত ৩০ জুলাই রাজ্যপাল হিসাবে কার্য্যভার গ্রহণ করেন জগদীপ ধনখড়। শপথ নেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে জনরোষ থেকে বাঁচাতে ছুটে যান তিনি। আচার্য্য হিসাবে এটাকে তিনি কর্তব্য বলে মনে করলেও শুরু হয়ে যায় সরকারের সঙ্গে সংঘাত। এরপর থেকে যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানেই তাকে হেনস্থা হতে হয়েছে শাসক দল এবং প্রশাসনের কাছে। তবুও থেমে থাকেননি রাজ্যপাল। জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে যেমন গিয়েছেন তেমনই গিয়েছেন প্রাতঃভ্রমণেও। চলতি সপ্তাহের তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিধানসভায় গিয়ে রাজনৈতিক কলুষতাকে আরও বেশি করে বেআব্রু করে

*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়।*

দিয়েছেন। বিতর্কিত সফরের পাশাপাশি তিনি সচেতন ভাবেই উৎসবে, শোকে এমনকি সাংসদের সদ্যজাত পুত্র, অসুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে ও প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয়েছেন সৌজন্যতা বজায় রাখতে। কিন্তু বর্তমান রাজ্যপালের এই অম্লমধুর আচরণে রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তি থেকে মন্ত্রী আমলারা চরম অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূল সরকার বিরোধীদের রাজনৈতিক পরিসর দিতে নারাজ। রাজ্যপাল কিন্তু নিজের সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে আদায় করে নিচ্ছেন সেই পরিসর। এটাই আসলে চরম অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে শাসক দল তথা সরকারের।

এখন প্রশ্ন হল রাজভবন–নবান্ন চলতি সংঘাত কি রাজ্যে সাংবিধানিক সংকট ডেকে আনতে পারে? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে বিধানসভা ভোটের আর মাত্র বছর দেড়েক বাকি। কেন্দ্রের শাসক দল এখনও এ রাজ্যে তেমনভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। ফলে এই সময় সাংবিধানিক সংকটের ধুয়ো তুলে সরকার ফেলে দেওয়ার মতো অবিবেচক কাজ হয়ত করবে না কেন্দ্র। তবে কেন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘ অসহযোগিতা করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবশ্যই চাপে রাখতে চাইছে তারা। এ কথা বুঝে তৃণমূল সাংসদরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে নালিশও জানিয়েছেন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। তবে তাতে তেমন কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং সরকারের অস্বস্তি বাড়ছে দেখে বিধানসভা, লোকসভায় কাটিয়ে আসা আইনজ্ঞ রাজ্যপাল তাঁর সক্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। পর্যবেক্ষকদের মতে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপালের এই নড়াচড়া আইনের গণ্ডিতে রোখা মুশকিল। একমাত্র উপায় রাজনৈতিক অসহযোগিতা। সেটাই করছে রাজ্যের শাসক দলের নেতা–নেত্রীরা। প্রশাসনকেও সেই কাজে লাগিয়ে দিয়েছে তারা। আর এখানেই রাজ্যের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে যত দিন যাচ্ছে দু তরফের সংঘাত তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। এটাও এক ধরণের সাংবিধানিক সংকট।

এরপর পাঁচের পাতায়

# সরকারি উদাসীনতার বলি লক্ষাধিক জুট মিল শ্রমিকের ভাগ্য

**কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা :** পরিবেশ দূষণের হাত থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্যে প্লাস্টিক বর্জনের সরকারি পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারছে না। অন্যদিকে পরিবেশ বান্ধব চট বা পাটশিল্পকেও উন্নত করার কোনও কার্যকরী উদ্যোগের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না সরকারি কর্মসূচিতে। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহলের। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রায় পঁচিশটি জুট মিল বা চট কলের সব কটিই রয়েছে বারাকপুর মহকুমার বারাকপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। মূলত এই জুট মিলগুলোর জন্যেই এই এলাকা বারাকপুর শিল্পাঞ্চল হিসেবে খ্যাত। বাঙালি–অবাঙালি মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান জড়িয়ে আছে এই মিলগুলিকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি বিভিন্ন পাট গুদাম ও দোকান বাজার মিলিয়ে আরও কয়েক হাজার মানুষের রুজি–রুটির সম্পর্ক জড়িত। কিন্তু বর্তমানে সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও উদাসীনতার কারণে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রুগ্ন হয়ে আজ প্রায় বন্ধের মুখে। এর মধ্যে প্রায় চার–পাঁচটি সম্পূর্ণ বন্ধ। আর বাকিগুলি চলছে ধুঁকতে ধুঁকতে বলে বিশ্লেষকদের মন্তব্য। এই সমস্ত জুট মিলগুলি বর্তমান হাল–হকিকত প্রসঙ্গে সিপিআই(এম)–এর শ্রমিক সংগঠন সিটু–র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা সিটু–রাজ্য কমিটির অন্যতম সম্পাদক এবং বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের রাজ্য নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও আমাদের রাজ্যের বড় ইন্ডাস্ট্রি হল চট।

এরপর পাঁচের পাতায়

## বুলবুলের ক্ষতিপূরণ

# নিজের নামে চাষের জমি না থাকলেও আবেদন করা যাবে

**কুনাল মালিক :** বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ে এবার অন্যান্য ক্ষয় ক্ষতির সঙ্গে চাষবাসেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অনেকের জমির ধান নষ্ট হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার কৃষি দফতরের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক গুলোতে আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য ফর্ম বিলি করছেন। এই আবেদন পত্রের সঙ্গে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাস বই ও যিনি আবেদন করছেন তার নিজের নামে জমির রেকর্ড করা কাগজ বা পড়চা দেওয়া বাধ্যতা মূলক ছিল।

গত ৫ ডিসেম্বর আলিপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক পি উলগানাথন জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ অভিযোগ করেছিলেন যে, তাদের বাবা ঠাকুরদা কিংবা মায়ের নামে জমির কাগজপত্র আছে। মিউটেশন বা নিজেদের নামে রেকর্ড করা হয়নি। বংশ পরম্পরায় তার চাষবাস

*সারাদিন লাইন দিয়ে চলছে আবেদন জমা করার পালা। –নিজস্ব চিত্র*

করে আসছেন। তাহলে তারা কেন ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে বঞ্চিত হবেন? জেলাশাসক জানান, কৃষি দফতর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাদের নামে জমির রেকর্ড নেই, তারা পঞ্চায়েতে নথিপত্র দিয়ে ওয়ারিশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করলে, পঞ্চায়েত সেটা দিয়ে দেবে। ওই ওয়ারিসন সার্টিফিকেট সহ জমির দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর দিয়ে ব্লক ভূমি সংস্কার দফতরে আবেদন করলে, তারা একটি সার্টিফিকেট দেবে, সেটা নিয়ে বুলবুল ক্ষতিপূরণ আবেদন পত্রের সঙ্গে দিলে, তারাও ক্ষতিপূরণ পাবে। পরবর্তী সময়ে ওই সার্টিফিকেট দিয়ে কৃষকবন্ধু ভাতা দেওয়া যায় কিনা, সে বিষয়েও কৃষি দফতর চিন্তা ভাবনা করছে। রাজ্য সরকারের এই সহজ পদ্ধতিতে প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন।

# পদ ফাঁকা, বাজার দরের আগুন নেভাবার লোক নেই

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শুক্রবার পিঁয়াজের দাম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্নদ বাজারে কোথাও ১৩০, কোথাও ১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। বড় সাইজের উন্নত মানের পিঁয়াজের দাম ১৬০ টাকা। মাঝখানে এক সপ্তাহের জন্য পিঁয়াজের দাম কিছুটা কমেছিল। বর্তমানে পূর্বের সব রেকর্ডকে ভেঙে সর্বত্র এখন পেঁয়াজ আলোচ্য বিষয়ে হয়ে উঠেছে। আলু বিকোচ্ছে ২২–২৪ টাকা কেজি দরে। ঝিঙে, ঢেড়স, বেগুন, পটল ৬০ টাকা কেজি। শীতের সময় সবজির দর সাধারণত ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। কিন্তু বাজারে গিয়ে প্রতিদিন মানুষদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। বিক্রেতাদের যুক্তি বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের জন্য শীতকালীন সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এত দাম। কিন্তু প্রশ্ন হল বুলবুল জেলার সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলকায় তাণ্ডব চালালেও, সর্বত্র তো চালায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন। কলকাতায়

*কলকাতায় চলছে বাজার শাসন, জেলায় এছবি অমিল। –নিজস্ব চিত্র*

বিভিন্ন বাজারে অভিযানও চলছে। কলকাতায় সরকারী সুলভ মূল্যের স্টলে কোথাও কোথাও ৫৯ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রিও হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মতো গ্রামীন অঞ্চলের বাজার গুলোতে কোনও টাস্কফোর্স অভিযান হচ্ছে না। যে যেমনভাবে দাম বৃদ্ধি করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী গ্রামীন এলাকার কথা একটু বিবেচনা করলে ভালো হয়।

মধ্যবিত্ত– দরিদ্র শ্রেণির মানুষরা চরম কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক পি উলগানাথনকে প্রশ্ন করেছিলাম, গ্রামীণ এলাকার জেলাতে কোথাও বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে টাস্কফোর্স অভিযান কি করছে? উত্তরে জেলা শাসক বলেন, আমাদের জেলায় মাত্র ১০ জন মার্কেটিং অফিসার আছেন। তারা কিছু কিছু জায়গায় অভিযান চালাচ্ছেন। তবে আমি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিডিওদের এ ব্যাপারে তৎপর হতে বলব।

# শিলিগুড়ি থেকে লংমার্চ কর্মসূচি

**অমৃতা চন্দ, দিনহাটা :** কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কৃষক ছাত্র যুব মহিলা সংগঠনগুলির সম্মিলিত উদ্যোগে লং মার্চকে সফল করে তুলতে দিনহাটাতে একসাথে মিছিল করল বাম ও কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। এনআরসি বাতিল, কৃষক ও কৃষি বাঁচাও এবং কৃষি ঋণ মুকুব এর দাবি সহ একাধিক দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গুলির সম্মিলিত উদ্যোগে ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি লং মার্চ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আর এই কর্মসূচি কে সফল করে তুলতে বাম কংগ্রেস জোটের মিছিল কে ঘিরে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ল রাজনৈতিক মহলে। লং মার্চের সমর্থনে মঙ্গলবার বিকালে দিনহাটা শহরের হেমন্ত বসু কর্নার থেকে মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিনের এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিএম নেতা প্রবোধ নাগ, প্রবীর পাল, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শুভ্রালোক দাস, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা বিকাশ মণ্ডল, শ্যামল ধর, অমিত মিত্র।

এরপর পাঁচের পাতায়

# অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যু, গাফিলতির অভিযোগ নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে

*নার্সিংহোমে চলছে বিক্ষোভ। –নিজস্ব চিত্র*

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা :** চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যুতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল দিনহাটা শহরের শহিদ কর্নার এলাকায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে । মঙ্গলবার দুপুরে ওই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওই মহিলার আত্মীয়–পরিজনরা সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের সামনে বিক্ষোভ দেখায় । খবর পেয়ে দিনহাটা থানা থেকে পুলিশ সেখানে পৌঁছালে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের পুটিমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশতলা এলাকার অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা সোমবার রাতে দিনহাটা শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। রাতেই জনৈক চিকিৎসক ওই মহিলার সিজার করান। একটি সন্তান প্রসব হয়। কিন্তু ভোর হতেই ওই মহিলা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর পাঁচের পাতায়

# রাস্তা মেরামতের দাবিতে পথ অবরোধ

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম :** প্রতিনিয়ত অসংখ্য বালিগাড়ি যাতায়াতের ফলে রাস্তার বেহাল দশা। যার ফলে নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যানবাহন চালকরা। জানা গেছে নিত্যদিন অসংখ্য বালি গাড়ি যাতায়াত করার ফলে বছর দুয়েক আগের তৈরি রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। রাস্তার মধ্যে তৈরি হয়েছে ছোট–বড় অনেক গর্ত । দেখে মনে হবে ছোটখাটো পুকুর। রাস্তার এমনই বেহাল অবস্থা যে স্কুল–কলেজ পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ, যাত্রীবাহী গাড়িগুলোও ব্যাপক সমস্যায় পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে পথ অবরোধে শামিল হয়েছে সাধারণ মানুষ। রাস্তা সারানোর দাবি নিয়ে গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের আলমপুর এলাকায় পথ অবরোধ করেন বাসিন্দা ও অটো চালকরা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, অতিরিক্ত বালির গাড়ি যাতায়াতের ফলে রাস্তার বেহাল দশা। এর ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। জানা

গেছে, আরো আলমপুর এলাকার সুবর্ণরেখা নদীতে একটি বালি খাদান রয়েছে। ওই বালি খাদান থেকে বালি তুলে শয়ে শয়েবালির গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। ওই রাস্তাটি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল–কলেজ পড়ুয়াদের একমাত্র ভরসা। এদিন দীর্ঘ সময় পথ অবরোধ থাকায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েন পথচলতি মানুষ। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বাসিন্দারা।

## সাগরতীর্থ

আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে আগামী ১১ জানুয়ারি ২০২০ আলিপুর বার্তা 'সাগরতীর্থ' নামে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। সাগর মেলার প্রাচীন তথ্য, জনপ্রতিনিধি ও সরকারী আধিকারিকদের সাক্ষাৎকার, সাগরমেলার প্রাচীন ছবি, কিভাবে মেলায় যাবেন তার গাইড সহ সাগরদ্বীপ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশ করা হবে। ক্রোড়পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আগ্রহী সংস্থা ও ব্যক্তিরা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন : ০৩৩২৪৭৯৮৫৯১/ ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

# জাল নিয়োগপত্র দিয়ে ধৃত প্রতারক

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার:** মাস দুয়েক আগে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে নিয়োগ পত্র নিয়ে কাজে যোগ দিতে আসেন অমিতাভ সাহা ও গোপা সাহা নামে দুই যুবক যুবতী। চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাসের সন্দেহ হওয়ায় কয়েকদিন পর তিনি নিয়োগপত্র দুটি পরীক্ষা করতে পাঠান এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে। পরীক্ষা করে দেখা যায় দুটি নিয়োগপত্রই সম্পূর্ণ জাল। স্ক্যান করে চেয়ারম্যানের সই জাল করা হয়েছে। এমনকী রাবার স্ট্যাম্পগুলিও নকল। জাল করার মুনসিয়ানায় নকল নিয়োগপত্র দুটি দেখে বোঝার উপায় নেই আসল–নকলের তফাত।

এরপর আর দেরি না করে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান চেয়ারম্যান। তদন্তে জানা যায়, প্রতারক মনোজিৎ রায় চৌধুরী ২৫ নং ওয়ার্ডের বাদামতলা এলাকায় থাকতেন। সেখান থেকেই মাস কয়েক আগে উধাও হয়ে যান। তক্কে তক্কে থাকে পুলিশও। কিছু দিন বাদে এলাকায় ফিরে আসতেই গ্রেফতার হয় মনোজিৎ। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মনোজিতের সাথে অমিতাভ ও গোপার হোয়াটস অ্যাপে লেনদেন করা কিছু মেসেজ উদ্ধার করা গেছে। জেরায় জানা গিয়েছে ব্যবসা করার জন্য অমিতাভ ও গোপার কাছ থেকে চার লক্ষ টাকা ধার নেয় মনোজিত। কিন্তু টাকা ফেরত দিতে না পারায় ওই টাকার বিনিময়ে দুজনকে চাকরির নকল নিয়োগপত্র দেয় মনোজিত। সেই নিয়োগপত্র নিয়েই অমিতাভ ও গোপা রাজপুর–সোনারপুর পুরসভায় কাজে যোগ দিতে যায়। মনোজিত এখন সোনারপুর থানার হেফাজতে। এর সঙ্গে আরও বড় কোনও চক্র জড়িয়ে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

**রাজপুর–সোনারপুর পুরসভা**

# চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার:** চাকরি দেওয়ার নাম করে ৫জন যুবকের কাছ থেকে মোট ৪০ লক্ষ টাকা কাট মানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল কোচবিহার ২নং ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলী প্রধান যোগেশ বর্মন এর বিরুদ্ধে। এই মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ৫জন যুবকের হাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এর ভুয়ো নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন শাসকদলের এই প্রধান বলে অভিযোগ। আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর পাটকা পাড়া গ্রামের বাসিন্দা অনল রায়, চঞ্চল রায়, দীনবন্ধু রায়, শেয়াহীর রায়, ও জীবন রায় নামে এই ৫ যুবক চরম প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ তুললো বিজেপি। এই বিষয় নিয়ে সোমবার পুন্ডিবাড়ী থানায় বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

স্থানীয় বিজেপি নেতার সুকুমার রায় এদিন অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন আগে চাকরির জন্য তৃণমূলের এই প্রধানকে এই বিশাল অংকের টাকা দেয় এপার যুবক এরপর বারংবার এই প্রধানের কাছে নিয়োগ পত্রের জন্য আর্জি জানাতে থাকেন তারা। কিন্তু যেহেতু এই সরকারি চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও রকম ক্ষমতা নেই সংশ্লিষ্ট প্রধানের, তাই ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এর নিয়োগপত্র জাল করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই জাল নিয়োগপত্র। এই নিয়োগপত্র গুলিতে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে ওয়ার্ড বয় এর জন্য ২০–১১–২০১৯ ইং তারিখে ইস্যু করা হয়েছে নিয়োগপত্রগুলি। আর এদের পাঁচজনেরই পোস্টিং দেওয়া হয়েছে নদীয়া জেলার কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালে। প্রতিটি নিয়োগপত্রের নীচে স্বাক্ষর রয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারির। এভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে চূড়ান্তভাবে প্রতারণা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ৫ জন বেকার যুবকের সাথে।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 8, 7 December - 13 December, 2019

# সূচক বাড়লেও হাসি নেই লগ্নিকারীদের মুখে

**পার্থসারথি গুহ**

দৌড়ে চলেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। যার জেরে ফের আগের উচ্চতাকে কড়া নাড়া শুরু করে দিয়েছে নিফটি। এবং বেশ জোরকদমেই সেটা করে দেখাচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকটি। দোসর সেনসেক্সও স্বমহিমায় ফিরে এসেছে। মাঝের যাবতীয় শঙ্কা বা টানাপোড়েনকে দূরে সরিয়ে সূচকের এই তেজি হয়ে ওঠার পিছনে নানা কারণ যথারীতি টেনে বের করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাতে যেটা মোদ্দা কথা হিসেবে উঠে আসছে তা হল কেনার জায়গা বলতে এই মুহূর্তে ভারতের মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে। সুতরাং তারই সদ্ব্যবহার করছেন লগ্নিকারী। এখানে প্রশ্ন উঠছে এতই যদি ভারতের প্রতি ভরসা থাকে তাহলে কেন বিদেশিরা নিয়ম করে রোজ বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। সেক্ষেত্রে বলা ভালো বেচলেও বিদেশিরা কখনই এমন বিশাল কিছু আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছেন না যাতে বাজারে হল্লা নেমে আসে। তাছাড়া উন্নত ইউরোপ ও মন্দায় ঘেরা চিনের থেকে ভারতের বাজার অনেক উন্মুক্ত মনে হচ্ছে স্বদেশী–বিদেশি সকলের কাছেই।

## অর্থনীতি



জিডিপির অবমূল্যায়নের ভবিষ্যতবাণী, বিভিন্ন সূচকে মন্দার ছাঁয়া দেখা দিলেও ভারতীয় শেয়ার বাজারের মূল সূচকজোর কিন্তু টানা বেড়ে চলেছে। নিচের ১০ আর ওপরের ১২ হাজারের গণ্ডির মধ্যে এখন ওপরের দিকটাতেই দাঁড়িয়ে অর্থবাজার। এমাতবস্থাতেও লগ্নিকারীরা যে প্রাণোচ্ছ্বল থাকতে পারছে না তার মূল কারণ হাতের শেয়ারের দামে বৃদ্ধি না আসা। শুধুমাত্র সূচক ভালো পারফর্ম করলেও তার ভরপুর মজাটাই ওঠানো যাচ্ছে না। আগামী বেশ কিছুদিনেও সেটা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

এর জবাব মিলছে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লগ্নিকারীর কাছে। তাঁদের সাফ জবাব, এমনটা হবেই ধরে এগোচ্ছে বাজার। বড়জোর তার ফলে আরও কিছুটা কারেকশন হয়ে যেতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। আগামী কিছুদিন সূচক রেঞ্জবাউন্ড থাকার কথাই বলছেন এঁরা। সেক্ষেত্রে নিচের দিকটা বড়জোর ১০ হাজার আর ওপরে ১১ বা সাড়ে ১১ হাজার ধরা হচ্ছে নিফটির জন্য। অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে সেক্ষেত্রে নিফটি ১৩ হাজার হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নয়। যদি ২০১৪ তে ফ্ল্যাশ ব্যাকে ফিরে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে ৫৫০০ থেকে নিফটি এই সাড়ে ৩ বছরে ঠিক দ্বিগুণ অর্থাৎ ১১হাজার হয়েছে। এর মাঝামাঝি রিট্রেসমেন্টের জায়গাটা হল ৮২৫০। বিশেষজ্ঞের একটা অংশ মনে করে দেশের পরবর্তী সরকার যদি খুবই অযোগ্য প্রমাণিত হয় ও ভীষণ রকমের ঢিলাঢালা হয় তাহলে এই ৮ হাজারের জায়গাটায় একবার ঘুরে যেতে পারে নিফটি। এর বেশি নিচে আসা নিফটির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

শেয়ার বাজারের এই সাম্প্রতিক উত্থান–পতনের বাজারে যাঁরা নিয়ম করে ট্রেড করতে পারছেন (নিচে কিনে ওপরে বেচার মানসিকতাসম্পন্নরা) তাঁরা কিন্তু বেশ টু–পাইস রোজগার করতে পারছেন। যাঁরা সেটা করতে পারছেন না তাঁরা পড়ে যাচ্ছেন গাড্ডায়। কারণ অনেক ভালো মানের শেয়ারও এখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে মিডক্যাপ ভুক্ত শেয়ারগুলির অবস্থা তো খুবই শোচনীয়। তাও যাঁরা ধুরন্ধর ট্রেডার, শেয়ারের সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেবেলটা ঠিকঠাক বোঝেন তাঁর এই সুযোগে এই ওঠাপড়াটা ঠিক পড়ে নিতে পারছেন। কাজের কাজও হচ্ছে, লক্ষ্মীও সঠিক সময় ঘরে ঢুকছে।

আর নিচে বা ওপরে যথাক্রমে সাপোর্ট–রেজিস্ট্যান্স লেবেলে যখনই পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে এরা সেটা বুঝতে পেরে ট্রেডিং নকশায় পরিবর্তন আনছেন। এতে বাজারে নিয়ম করে কাজ যেমন করা যাচ্ছে, ঠিক তেমনই এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজের রসায়নটাও শিখে নেওয়া যাচ্ছে।

এভাবে বেশ কয়েকবার হাতের শেয়ার ঘোরাতে পারলে (রোলিং করানো) হাতের শেয়ারের কেনা দামটাও যেমন কমে আসছে, ঠিক তেমনই প্রফুল্ল মনে লেনদেন উপভোগ করা যাচ্ছে। শুধু এদেশ বলে নয়, এই পদ্ধতি অবলম্বন করে এগোতে পারলে যে কোনও মার্কেটেই সাফল্য আসতে বাধ্য।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

**নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী**

**৭ ডিসেম্বর – ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯**

**মেষ :** কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে তবে খুব সাবধানে চলতে হবে।

**বৃষ :** পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

**মিথুন :** উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

**কর্কট :** দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

**সিংহ :** লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

**কন্যা :** গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

**তুলা :** নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

**বৃশ্চিক :** শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

**ধনু :** আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

**মকর :** ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

**কুম্ভ :** দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

**মীন :** আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

# কলকাতায় সরকারি প্রকল্পে ডাক্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৫৪ জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করবে কলকাতা সিটি ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন সোসাইটি। পূর্ণ ও আংশিক সময়ের জন্য চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ৯ ডিসেম্বর, কলকাতায়। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 07// Kolkata City NUHM Socity/2019-20.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বি বি এস। সঙ্গে ১ বছর মেয়াদের বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ করে থাকতে হবে। বয়স : ১–১২–২০১৯ তারিখে ৬৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : পূর্ণ সময়ের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা এবং আংশিক সময়ের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ২৪,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kmcgov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ওয়ান–ইন–ইন্টারভিউয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন : * নির্দিষ্ট বয়ানে পূরণ করা দরখাস্ত। প্রার্থীর এক কপি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। * প্রার্থীর সচিত্র পরিচয় পত্র হিসেবে পাসপোর্ট বা ভোটার আই–ডি–র নকল। * প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রে নকল। * প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবত্রীয় নথিপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের নকল। * কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল নথিপত্রগুলিও ইন্টারভিউয়ের সময় নিয়ে যাবেন।

ইন্টারভিউ ৯ ডিসেম্বর, সকাল সাড়ে ১১টা থেকে। ইন্টারভিউ কেন্দ্রের ঠিকানা : Room No. 254, 2nd Floor, PMU, Kolkata City NUHM Society, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata 700 013.

# মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে ৮৫ জনকে নিয়োগ করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। সিভিল, মেকানিক্যাল এবং ইলেক্ট্রিক্যাল শাখায় নিয়োগ করা হবে কলকাতা মিউনিসিপন্যাল কর্পোরেশনে। প্রার্থী বাছাই করবে রাজ্য মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 8 of 2019.

শূন্যপদের বিবরণ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার : সিভিল : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি–এ ১)। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি। সঙ্গে এ আই সি টি ই স্বীকৃত কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ‘ও’ লেভেল পরীক্ষা পাশ করে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার : সিভিল : ৩৬টি (সাধারণ ১৯, সাধারণ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি–এ ৪, ও বি সি –বি ৩)। মেকানিক্যাল : ২৩টি (সাধারণ ১২, সাধারণ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি – এ ৩, ও বি সি – বি ১)। ইলেক্ট্রিক্যাল : ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি – এ ২, ও বি সি – বি ২)।

## কাজের খবর

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট কাজে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের ক্ষেত্রে ১৫,৬০০–৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mscwb.org প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। প্রথম অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর।

ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা (প্রসেসিং চার্জ ও ব্যাঙ্ক চার্জ সহ), তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা কেবল (প্রসেসিং ও ব্যাঙ্ক চার্জ)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন–অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেস। অফলাইনে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখ ফি জমা দেওয়া যাবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে : ০০৮৮০১০৩৬৭৯৩৬। ব্যাঙ্ক চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ জানুয়ারি।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ৩ জানুয়ারি।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

# দক্ষিণ ২৪ পরগনায় স্বাস্থ্য দফতরে চাকরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৩৭ জন স্টাফ নার্স ও কালাজ্বর টেকনিক্যাল সুপারভাইজর নেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ সমিতি। চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের মেমো নম্বর : CMOH(SPG)/ DH&FWS/11019.

শূন্যপদের বিন্যাস : স্টাফ নার্স–এন ইউ এইচ এম : শূন্যপদ ৩১টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি – ৪, ও বি সি – বি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স করে থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় জানতে হবে। বয়স : ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৭,২২০ টাকা।

কালাজ্বর টেকনিক্যাল সুপারভাইজার : শূন্যপদ, ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি – এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক। স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে বায়োলজি পড়ে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে বৈধ টু–হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। বয়স : ৫০ থেকে ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৭,৭২০ টাকা।

৩০–১১–২০১৯ তারিখে প্রার্থীর নির্দিষ্ট বয়স হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে স্টাফ নার্সের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে এবং কালাজ্বর টেকনিক্যাল সুপারভাইজর পদের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhealth.gov.in যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ তারিখ।

অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন

* ফি বাবদ ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ড্রাফটটি ‘District Health & Family Welfare Samity South 24 Parganas’–এর অনুকূলে সার্ভিস ব্রাঞ্চ, কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম, পদের নাম, কাস্ট এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে দিতে হবে।

* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

* কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

২০ ডিসেম্বরের মধ্যে স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাক বা ক্যুরিয়রের মাধ্যমে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Secretary, DH & FW Samity and C. M. O. H South 24 Parganas, Administrative Building (2nd Floor), M. R. Bangur Hospital Complex, 241, Deshapran Sasmal Road, Tollygunge, Kolkata – 700 033. W. B.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.spghealthgov.in, www.s24pgs.gov.in

# হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে চাকরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্ল্যানিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক পদে ৩ জনকে নেবে রাজ্য মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। নিয়োগ হবে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 10 of 2019.

দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mscwb.org দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

# রাজ্যে ওয়েলফেয়ার অফিসার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে ৫ জনকে নেবে রাজ্য সরকার। নিয়োগ হবে রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারে। প্রার্থী বাছাই করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 3/2019.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

# দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় মেকানিক্যাল সুপারভাইজার, মেকানিক্স ও ক্যাশিয়ার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মেকানিক্যাল সুপারভাইজার, মেকানিক্স এবং ক্যাশিয়ার পদে ৬০ জন কর্মী নিয়োগ করবে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 1/ Rect-2019/SBSTC

শূন্যপদ : মেকানিক্যাল সুপারভাইজার : ৩৪টি। মেকানিক্স : ১৯টি। ক্যাশিয়ার : ৭টি। ১–১১–২০১৯ তারিখে বয়স থাকতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে।

বেতন : মেকানিক্যাল সুপারভাইজর পদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাসিক ১৮,০০০ টাকা এবং মেকানিক্স ও ক্যাশিয়ার পদের ক্ষেত্রে ১১,৫০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই দুই ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে : www.sbstc.co.in, www.sbstc.applythrunet.co.in দরখাস্ত করা যাবে ৪ ডিসেম্বর দুপুর ২টো পর্যন্ত।

# ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চে টেকনিশিয়ান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৭১ জন টেকনিশিয়ান ‘এ’ নেবে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা। প্রার্থী বাছাই করা হবে টেকনিশিয়ান ‘এ’ এক্সামিনেশন, ২০১৯–এর মাধ্যমে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ৩১, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ট্রেডে আই টি আই সার্টিফিকেট থাকতে হবে। ট্রেডগুলি হল : কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান, ডেস্কটপ পাবলিশিং অপারেটর, ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম, কম্পিউটার সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন মেইন্টেন্যান্স, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার অ্যান্ড নেটওয়াকিং, আই টি অ্যান্ড কমিউনিকেশন সিস্টেম মেইন্টেন্যান্স,ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন মেকানিক, রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনার, মেকাট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল মেইন্টেন্যান্স, ইলেক্ট্রিশিয়ান। পাশাপাশি, প্রার্থীর কম্পিউটার জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক।

বয়স : ২৩–১২–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি কম্পিউটার–ভিত্তিক পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ। পরীক্ষায় জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (বেসিক এরিথমেটিক), জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল সায়েন্স (কম্পিউটার সায়েন্স/ইনফর্মেশন টেকনোলজি / ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল বিষয়সমূহ) বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। মোট নম্বর ৪০০। সময়সীমা ২ ঘন্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে যে কোনও একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://ntrorecit.in, https://ntro.gov.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৪০ কেবি সাইজের মধ্যে), মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট (পি ডি এফ ফর্ম্যাটে ১২০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে), আই টি আই সার্টিফিকেট (পি ডি এফ ফর্ম্যাটে ১২০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে), প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট ও ও বি সি সার্টিফিকেট (পি ডি এফ ফর্মাটে ১২০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে), আর্থিকভাবে অনগ্রসরদের ক্ষেত্রে ইনকাম সার্টিফিকেট (পি ডি এফ ফর্মাটে ১২০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে), দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (পি ডি এফ ফর্ম্যাটে ১২০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

## শব্দবার্তা ১৫৭



**শুভজ্যোতি রায়**

**পাশাপাশি**

১। পুলিশ কমিশনার ৪। লজ্জা ৬। রাজসভা, আদালত ৭। হুকুম, আদেশ ৮। দাসত্ব স্বীকারের দলিল ১০। উদ্যমশীল ১২। ছলাকলাপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি ১৩। যিনি উত্তর দেন।

**উপর–নীচ**

১। ক্রমনির্দেশক সংখ্যা ২। মুছতে লাগে ৩। সৈন্য, ফৌজ ৫। বড় শহর ৬। টানা লম্বাটে ঘর ৯। গরুড় ১০। সেই বিষয়ে চিন্তা ১১। পটলের পাতা।

**সমাধান : শব্দবার্তা ১৫৬**

**পাশাপাশি :** ১। আজান ২। মন্ডপ ৪। দাবা ৬। দার ৭। মদত ১০। বরং ১২। বারিক ১৩। বিবশ ১৪। বাসা ১৬। সম ১৭। মন্তব্য ১৮। সেলাম।
**উপর–নীচ :** ১। আগড়মবাগড়ম ৩। পঞ্চবিংশতিতম ৪। দাদা ৫। বার ৮। দরি ৯। তক ১০। ববি ১১। রব। ১৪। বাস ১৫। সাম।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

# ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে চাকরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে ১৫ জনকে নেবে ব্যারাকপুরের ক্যান্টন বোর্ড। শূন্যপদের বিবরণ : অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার : ১১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে ডি এল এড কোর্স পাশ। বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষকতায় দক্ষতা থাকলে এবং কম্পিউটার নলেজ থাকলে অগ্রাধিকার। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : ৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে কম্পিউটার নলেজ থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১৮ থেকে ২৫ বছর। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা, গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.cbbarrackpore.org দরখাস্ত করা যাবে ৮ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

# আতস কাঁচে

## মদ্যপ বরযাত্রীদের তাণ্ডবে জখম কনে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মদ্যপ বর ও বরযাত্রীদের পৈশাচিক আক্রমণে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন কনে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে ক্যানিং থানার জয়রামখালি গ্রামে।আচমকা এমন ঘটনা ঘটায় এলাকায় ছড়ালে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে রবিবার রাতে ক্যানিং থানার জয়রামখালি গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল পিতৃহীন উর্মিলা দাসের। বিয়ে ঠিক হয়েছিল সোনরপুর থানা এলাকার নবপল্লীর বীরু দাসের সাথে। সেই মতো বিয়ের কয়েক মাস আগেই গত ৩০ মে দেখাশোনা করে দুই পরিবারের ছেলে ও মেয়ের সম্মতিতে বিয়ের রেজিষ্ট্রিও হয়। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার রাতে বিয়ের

অনুষ্ঠান ছিল। আর সেই উপলক্ষে জয়রামখালিতে কনের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজন ছিল জমজমাট। বর আসার কথাছিল রাত দশটার সময়,কিন্তু রাত ১ টা বেজে গেলে,চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন কনের বাড়ির লোকজন। অবশেষে বরযাত্রী সহ বর জয়রামখালি গ্রামের বিয়ে বাড়িতে হাজির হয় রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ।এরপর বরযাত্রীদের যত্ন আদর আপ্যায়ন করে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকেন কনের বাড়ির লোকজন। সেই মুহূর্তে বিয়ের বরপণের জন্য ২০ হাজার টাকা অগ্রিম দিতে হবে,না হলে ছেলে বিয়ে করবে না বলে বাধা দেন বরের বোন লক্ষ্মী দাস ও বরের দাদা সহ বরযাত্রীরা। মুহূর্তে কনের বাড়ির লোকজন পণের কুড়ি হাজার টাকার পরিবর্তে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে দিলে তাতেও বিয়ে করতে অসম্মত হয় বরযাত্রী সহ বর বীরু দাস।

এদিকে আবার প্রীতিভোজ খাওয়ার সময় বরযাত্রীরা অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার জন্য চেয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন। এবং বলতে থাকে এসমস্ত খাবার কুকুরে খায়,মানুষ খাওয়ার অযোগ্য। এই ঘটনা নিয়ে ক্যাটারিংয়ের কর্মচারীদের সাথে বচসা তৈরি হয় বরযাত্রীদের। অভিযোগ এরপর মদ্যপ বরযাত্রীরা একত্রিত হয়ে ক্যাটারিংয়ের লোকজন থেকে শুরু করে বিয়ে বাড়ি অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি এবং মহিলাদের উপর পৈশাচিক আক্রমণশুরু করে বেধড়ক মারধোর করে এবং খাবার ফেলে দিয়ে প্যান্ডেল সহ প্যান্ডেলের চেয়ার,টেবিল, লাইট আসবাব পত্র ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে বর বীরু দাস সুযোগ বুঝে বন্ধুবান্ধবদের সাথে বিয়ে না করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে,কনে সহ কনের বাড়ির লোকজন ও গ্রামবাসীরা ধরতে গেলে বর বীরু দাস কনের বুকে সজোরে লাথি মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কনের বুকে লাথি মারায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে কনে উর্মিলা দাস। রাতেই প্রতিবেশীরা কনে কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালেন নিয়ে যায়। পাশাপাশি বর কে ধরে আটকে রাখে।কনের বুকে মারাত্মক আঘাত লাগায় তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। কনের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ কনে তো লগ্নভ্রষ্টা হয়েছে। তারপর ওই ছেলের সাথে এমন ঘটনার পর বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বিয়ের খরচ, যৌতুক, পণের টাকা বাবদ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিক। এবং অভিযুক্ত বর সহ বরযাত্রীদের চরম শাস্তি চাই।

অন্যদিকে মদ্যপ বর পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সোমবার সকালে বিয়ে করতে রাজি হলেও কনে উর্মিলা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি নয়। অবশেষে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রবের বাড়ির লোকজন কোন রকম সমাধান সুত্র বের করতে না পারায় কনের বাড়ির লোকজন সহ প্রতিবেশীরা এদিন সন্ধ্যায় বীরু দাস ও তার দিদি লক্ষ্মী দাস কে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। ক্যানিং থানার পুলিশ ধৃত বর ও তার দিদিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# আগুন–গুলি অগ্নিগর্ভ বাসন্তী

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী :** অগ্নি সংযোগ,গুলির লড়াই ও এলাকায় শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজিতে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলো বাসন্তী ব্লক। শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর বোমা গুলির তুমুল সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকের,পাশাপাশি এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়,এবং তুমূল গুলির লড়াইয়ে গুরুতর জখম হয় সেকেন্দার গায়েনের দুটি গোরু। মৃতের নাম সাহাবুদ্দিন সরদার(২৭)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেবুখালি গ্রামের মাদ্রাসা পাড়া এলাকায়। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ দুজন কে আটক করেছে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী।পাশাপাশি এলাকায় চলছে পুলিশি টহলদারী এবং অত্যন্ত তৎপরতার সাথে ঘটনাস্থলে

পরিদর্শনে যান বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান।

উল্লেখ্য, গত রবিবার রাত থেকেই বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমূল বোমাগুলির লড়াই শুরু হয়। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়েই বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তপ্ত পরিস্থিতি শান্ত হতেই এলাকা ছাড়ে পুলিশ। আর পুলিশ এলাকা ছাড়তেই মঙ্গলবার সকালে থেকেই আবার শুরু হয়ে যায় শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বোমা গুলির লড়াই। বোমা গুলির লড়াইয়ে আতঙ্কিত হয়ে সাধারণ গ্রামবাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি করতে থাকেন। অভিযোগ এরপর সাহাবুদ্দিন সরদার কে ঘিরে ধরেই এলোপাথাড়ি গুলি চালায় এবং বোমা ছোড়ে এলাকার যুব তৃণমূল কর্মীরা। আর সেই গুলিতেই মৃত্যু হয় সাহাবুদ্দিন সরদারের।

ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী ব্লক মূল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মন্টু ওরফে আব্দুল মান্নান গাজী বলেন, এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই গত রবিবার রাত থেকে ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুব আনসারীর নেতৃত্বে দলীয় কর্মীদের উপর হামলা চলে। মঙ্গলবার সকালেও হামলা চালায়। আর এই হামলার ঘটনায় আমাদের এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়।ঘটনার বিষয় জানিয়ে দলের উর্দ্ধতন নেতৃত্বের কে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুব আনসারী। তবে ঘটনার বিষয়ে এলাকার কোনও যুব তৃণমূল নেতা মুখ খুলতে চাননি।

অন্যদিকে এলাকা উত্তপ্ত থাকায় বসেছে পুলিশ পিকেটও।

# যাত্রীবোঝাই মিনিবাস উল্টে গেল নয়নজলিতে

**অরিজিৎ মণ্ডল :** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই মিনিবাস উল্টে গেল পাশের নয়নজলিতে। ঘটনাটি পারুলিয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনার পারুলিয়া কোষ্টাল থানা এলাকার নুরপুর রোডের হরিদেবপুরের। ঘটনায় গুরুতর জখম ২০। জানা যায়, রামগঙ্গা –নুরপুরগামী এস ডি ১১ মিনিবাস ২৫ জন যাত্রী নিয়ে এদিন সন্ধ্যায় নুরপুরের দিকে যাওয়ার পথে পারুলিয়া কোষ্টাল থানা এলাকার হরিদেবপুর মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়নজলিতে উল্টে যায়। ঘটনার পর স্থানীয় এলাকাবাসীরা ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে বাসের মধ্যে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

যাত্রীদের দাবি, চলন্তগাড়িতে গাড়ি চালক জল পান করতে গেলে মিনি বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের নয়নজলিতে উল্টে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা বাসের মধ্যে থাকা আহত ২০ জন যাত্রীদের উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ৩ যাত্রী। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে নুরপুর রোডের যানচলাচল। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।পাশাপাশি উল্টে যাওয়া মিনিবাসটি উদ্ধারকাজ শুরু করে।ঘটনার পর থেকে পলাতক গাড়ির চালক। অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পারুলিয়া কোষ্টাল থানার পুলিশ

# সদ্যোজাত উদ্ধার ক্যানিংয়ে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** এক সদ্যোজাত পুত্রসন্তান উদ্ধার কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং জিআরপি পুলিশ সদ্যজাত শিশু পুত্রকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে এদিন সকালে ৫ টা ৫৭ মিনিটের ডাউন সোনারপুর –ক্যানিং লোকাল ট্রেন টি ৬ টা ৩৮ মিনিটে ক্যানিং ষ্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্ম এ গিয়ে দাঁড়ায়। ট্রেন টি যখন সকাল ৬–৫২ মিনিটে আপ ক্যানিং শিয়ালদহ হয়ে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা, ঠিক তার আগের মুহূর্তে ভেন্ডার কামরার নিত্য যাত্রীদের নজর পড়ে সিটের নীচে রাখা এক ব্যাগে। ব্যাগটি খুলে দেখে তাজ্জব হয়ে যান সাধারণ নিত্য রেল যাত্রীরা। তারা দেখতে পান ব্যাগের মধ্যে এক সদ্যোজাত পুত্র সন্তান রয়েছে এবং তার ডান হাতে চ্যানেল করা রয়েছে।স্বযত্নে শিশুপুত্র টিকে ট্রেনের ভেন্ডার কামরা থেকে উদ্ধার করে ক্যানিং ষ্টেশনের জিআরপি পুলিশের কাছে নিয়ে যান উষা মজুমদার নামে জনৈক এক মহিলা নিত্যযাত্রী।

জিআরপি খুব তৎপরতার সাথে শিশুটি কে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সদ্যোজাত শিশুটির ডানহাতে চ্যানেল থাকায় সম্ভবত কোনও হাসপাতাল কিংবা কোন নার্সিং হোম থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় বিপত্তি ঘটায় ট্রেনের কামরায় ফেলে দিয়ে গিয়েছে বলে সাধারণ নিত্যযাত্রীদের ধারণা। তবে সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি পুলিশ।

# রাস্তার দাবি

**সঞ্জয় চক্রবর্তী:** হাওড়া সাঁকরাইল রেল সংলগ্ন এলাকার এই রাস্তা দীর্ঘ দিন ধরে ভগ্নপ্রায়। এই রাস্তায় বর্তমানে বড় বড় গর্তে পরিণত হয়েছে। উপরের পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তে পরিণত হয়েছে। বর্ষায় তো এখানে আরও ভয়ংকর পরিণতি হয়। মূলত এই রাস্তায় লরি, চার চাকার ছোট ও বড় গাড়ি যাতায়াত করে। সাইকেল

রিক্সা তো আছেই। সামনেই সাঁকরাইল রেল স্টেশন হওয়ায় সকলেই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়। সকলের এখন একটাই দাবি প্রশাসন যদি দ্রতোতার সঙ্গে এই রাস্তা তৈরি না করে তবে এই রাস্তার অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয় কত দ্রুত এই রাস্তা তৈরি করে। এবং সকলে এই নিত্য হয়রানি থেকে কত তাড়াতাড়ি মুক্তি পায়।

# সোনারপুর থানা ১০০ বছর বাদে স্থানান্তরিত নতুন রূপে রাজপুরে

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** প্রায় একশো বছর অতিক্রম করলো সোনারপুর থানা। বহু স্মৃতি জড়িত এই থানা। বহু সাজা দিয়েছে সোনারপুর থানার প্রাক্তন ওসি,আইসি রা। ভাঙাচোরা, ছাদ দিয়ে জল পড়া বন্ধ হতে চলেছে। শুরু হতে চলেছে নতুন থানা রাজপুর ফাঁড়িতে সরকারি জমিতে। বহু যুগ ধরে অফিসারেরা খুব কষ্ট করে থানায় থেকেছে। বর্ষার সময় শোবার ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে ভেসে যেত বিছানা তার জন্য বালতি রাখা থাকতো। ঘরগুলিতে পলেস্তার খসে ইট বেড়িয়ে পড়েছে। স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। থানার পিছনে ব্যারাকে থেকে বড় রাস্তা পেড়িয়ে গামছা পড়ে স্নান করতে যেতে হতো অফিসারদের। সেই কষ্টের দিন মুছে যেতে বসেছে এখন নবরূপে সব কিছু সুবিধা যুক্ত থানা তৈরি হতে চলেছে। কষ্টের দিন শেষ। বর্তমানে সোনারপুর থানায় যে সব মানুষেরা ডায়েরি করতে আসে ট্রেন থেকে নেমে। তাদের একটু অসুবিধা হবে স্টেশন থেকে ফের অটো তে করে রাজপুর আসতে। কিন্তু ঝাঁ চকচকে থানায় প্রবেশ করে সব কিছু সুবিধা পেতে খুবই সুবিধা হবে। এখানে থাকছে গাড়ি পার্কিংএর ব্যবস্থা। ক্যান্টিন থাকবে। প্রতীক্ষালয় থাকবে। দপ্তর ভাগ থাকবে।একেবারে সুসজ্জিত সোনারপুর থানা হতে চলেছে। এক বিঘার উপর জমিতে চলছে জেসিপি দিয়ে ভিত খোড়ার কাজ। থানার বিল্ডিং প্ল্যান হয়ে গেছে। এখানে থাকছে অফিসার কোয়ার্টার, বড় বাবুর ঘর, তদন্তকারী অফিসারদের ঘর এসব ঘরের সঙ্গে থাকছে লাগোয়া শৌচালয়। সামনে থাকছে ফুলের বাগান। থাকছে লিফট, আলো দিয়ে মোড়া থাকবে। একেবার আধুনিক মানের তৈরি হতে চলেছে এই সোনারপুর থানা।

## উত্তরের আঙিনায়

# গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার:** গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৬ কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল আরপিএফ। গতকাল রাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনে ৩ নাম্বার প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা আগরতলা–দেওঘর নামক ট্রেন থেকে গাঁজাসহ যুবক গ্রেপ্তার করে আরপিএফ। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে ওই যুবকের নাম সৌরভ কুমার। আরপিএফ ইন্সপেক্টর রবিকুমার বলেন, আমাদের কাছে খবর আসে(৫৬২৬) ডাউন আগরতলা–দেওঘর নামক ট্রেনে গাঁজা পাচার করা হচ্ছে। সেইমতো আমরা ট্রেনটিতে তল্লাশি চালাই। সেই সময় আমাদের দেখে একটি ছেলে বাথরুমে লুকোতে নিলে আমাদের সন্দেহ হয় ওকে আটক করে ওর হাতের ব্যাগটা নিয়ে চেক করলে আমরা গাঁজা পাই। এরপরই তাকে আমাদের হেফাজতে নিয়ে নি।

# পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। সোমবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের চিলোনি থেকে সামসিং যাওয়ার পথে পিএমজিএসওয়াইয়ের রাস্তায়। মৃতের নাম অনিল ওরাওঁ। বাড়ি নাগেশ্বরী চা বাগানের ২২ নম্বর সেকশনে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। দুর্ঘটনায় নিহত অনিল ওরাও ও তাঁর বন্ধু বাইকে করে সামসিং থেকে চিলোনি চা বাগানের দিকে আসছিল। সেই সময় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অনিলের। স্থানীয়রা আহত অপর ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। বাইকটিকেও উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

# আটক ৩ গরু পাচারকারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে গরু পাচারের সময় তিন যুবককে আটক করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। আজ ভোর রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে ফাঁসিদেওয়া থানার ধ্বনিয়া মোড় এলাকায় তিন বাংলাদেশী যুবক ঘোরাঘুরি করছে।খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন যুবককে পাকড়াও করে। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায় তাদের বাড়ি বাংলাদেশের তেতুলিয়া থানা এলাকায়। গরু পাচার করার উদ্দেশ্যেই তারা ভারতে ঢোকে। আজ তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

# ডাক্তার না থাকায় বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** আজ সকালে বাগডোগরা হাসপাতালের ওপিডি তে ডাক্তার না থাকায় বিক্ষোভ দেখান হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা,রোগী এবং রোগীর আত্মীয়দের বিক্ষোভে বাগডোগরাতে বিপুল যানযটের সৃষ্টি হয়,রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ এখানে মুর্মুষ রোগীদের নিয়ে এসেও বসে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। আজ সকালে ঘন্টা দেড়েক বসে থাকার পরেও ডাক্তার না আসায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীরা,পরে তারা হাসপাতাল সুপারের ঘরে গিয়েও বিক্ষোভ দেখান,পরে সুপার তাদের ডাক্তারের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন বলে জানালে বিক্ষোভ থামে।

# ফের উত্তপ্ত কোচবিহার, বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার:** ফের উত্তপ্ত কোচবিহার। বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে বোমা মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহর সংলগ্ন ঘুঘুমারি এলাকায়। ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা দিনহাটা–কোচবিহার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেন এদিন।

এই ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কোচবিহার কোতোয়ালী থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরে তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। যদিও তৃণমুলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা।

তৃণমূলের অভিযোগ, শনিবার ঘুঘুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত আর্থানুকুলে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা বিধায়ক মিহির গোস্বামীর। সেই

খবর বিজেপি কর্মীরা জানতে পেরে নিজেরাই তাদের দলীয় কার্যালয়ে বোমাবাজি করে এলাকায় একটা সন্ত্রাসের বার্তাবরন তৈরি করার চেষ্টা করছে বলে তার অভিযোগ। মানুষ তা বুঝে গেছে। সেই কারণে মানুষ তাদের বিতাড়িত করতে শুরু করেছে।

এ বিষয়ে ঘুঘুমারি ১৫ নং জেপির মণ্ডল সভাপতি রথীন ঘোষ বলেন, আমাদের ১৫ নং জেপি মন্ডল কমিটির একটা শান্তি মিছিল ছিল বেলা ২টা ৩০মিনিটে। তা নিয়ে ঘুঘুমারি বাজার সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে মিটিং করছি কর্মীদের নিয়ে। সেই সময় বাইকে করে বেশ কয়েকজন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে দুটি বোমা ফাটায়। তারপর আমরা তাদের তারা করলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় আমাদের এক মহিলা সহ দুজন কর্মী আহত হয়। একজনকে আমরা কোচবিহার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করি। অপরজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে দলীয় কার্যালয়ে রাখা হয়। এই ঘটনা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে কোতোয়ালী থানার আইসিকে বিষয়টি জানিয়েছি। আমরা এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করব।

বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক মিহির গোস্বামী বলেন, এই ঘটনায় সাথে আমাদের কোনও কর্মী যুক্ত নয়। যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তখন আমরা বসেরহাটে একটি সরকারী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাও সেখানে ছিল। কোন কর্মীই ঘুঘুমারি এলাকায় ছিল না। কারন বিজেপি সর্বদাই মিথ্যা কথা বলে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের বিভিন্ন নেতারা মিথ্যাচারের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে থাকতে চাইছে। কিন্তু মানুষ এখন বিজেপিকে বিতাড়িত করেছে। তার প্রমাণ রাজ্যের ওই তিনটি উপনির্বাচনের ফলাফল। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বিজেপি ঘুঘুমারি এলাকায় যেভাবে সন্ত্রাস তৈরি করছে। তা সহ্যের সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। তাই বলছি অনেক হয়েছে আমরা আর তাদের অন্যায় বরদাস্ত করব না। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন বিজেপির এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

# বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার:** বিজেপির বুথ সভাপতি নান্টু ইসলামকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে মারুগঞ্জ বাজারে এক বিজেপি কর্মীকে মারধোরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় বিজেপির বুথ সভাপতি নান্টু ইসলামকে কোচবিহারের সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। নান্টু বাবুর পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মারুগঞ্জ এলাকায় গতকাল রাতে তিনি যখন বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় ৩–৪ জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার উপরে অতর্কিতে আক্রমণ করে। তাকে লাঠিসোটা ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা করে। এর ফলে মাথা মুখ গুরুতরভাবে আহত হন।

সেই ভাবেই তাকে কোচবিহারের সরকারি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিজেপি অভিযোগ করেছে শাসক দলের দিকে। তাদের বক্তব্য তিনটি উপনির্বাচনে ভালো ফল হওয়ায় এলাকায় এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ পুনরায় সৃষ্টি করছে তৃণমূল। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বর। তাদের বক্তব্য বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের ফল এটা। যখন তাদের কর্মীদের মধ্যে মারামারি হচ্ছে দেখতে পেয়েও তাদের থামাতে পারছে না বিজেপি নেতৃত্বরা। তাই তাদের নিজেদের দোষ ঢাকতে তৃণমূলের নামে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু মানুষ সত্য মিথ্যা কথা জানে তাদের চক্রান্তের পা দেবে না।

# রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা দিনহাটায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা:** রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো দিনহাটায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। অভিযোগ, দিনহাটা ১ নং ব্লকের পুঁটিমারি এলাকার প্রিয়াংকা বর্মন সরকার নামের (২০) বছরের এক মহিলার প্রসব বেদনা ওঠায় তাকে প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর ওই মহিলার প্রসব বেদনা শুরু হলে প্রসব করার জন্যে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে স্থানান্তরিত করে কোচবিহার মেডিকেল হাসপাতালে। পরে তাকে কোচবিহার মেডিকেল হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে দালাল দের খপ্পরে পড়ে দিনহাটা আস্থা নার্সিং হোম এ নিয়ে আসে সেখানে ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য্য চিকিৎসা করে একটি ছেলে সন্তান প্রসব করে ওই মহিলার। পরবর্তীতে তার অবস্থা আরো আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক উজ্জ্বল আচার্য কোচবিহারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরেই তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের লোকেদের অভিযোগ। এরপরই আজ সকালে মেয়েটির পরিবারের লোকেরা দিনহাটা আস্থা নার্সিং হোম এ চড়াও হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অনেকেরই অভিমত দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে একটি দালাল চক্র রয়েছে। আর এই দালাল দের সঙ্গে ডাক্তার দের যোগসাজস রয়েছে। আর এই দালাল দের খপ্পরে পড়ে রোগীর আজকে এই অবস্থা হল। অবিলম্বে দালাল চক্র বন্ধ করতে হবে তা না হলে এভাবে আরো কতজনের মৃত্যু হবে।

# ভুয়ো আই কার্ড বিলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** ভুয়ো আই কার্ড দেওয়া হচ্ছে টোটো চালকদের কাছ থেকে। এই মর্মে প্রধাননগর থানাতে টোটো চালকদের অ্যাসোসিয়েশন একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেয় শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানাতে, তাদের অভিযোগ মাস কয়েক আগে তিনজন ব্যক্তি তাদের কাছে এসে বলে তারা একটি আই কার্ড দিচ্ছে যেটা দিলে বিধান মার্কেট, হিলকার্ড রোড, সেবক রোডেও ঘোরাফেরা করতে পারবে, তারা বিশ্বাস করে টাকা জমা দেবার পরে আই কার্ডটি নেয়. কিছুদিন পরেই তারা বুঝতে পারেন তারা প্রতারিত হয়েছেন।

# ট্রেন চলাচল উদ্বোধনে সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার:** ১ ডিসেম্বর রবিবার থেকে পুনরায় উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসকে বামন হাট পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হল। এদিন সকালেই নিউ কোচবিহার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করেন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক।

সাংসদ ছাড়াও এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নগেন্দ্র নাথ রায় ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিকরা। সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক তার নিজের বক্তব্যে জানান,এই সম্প্রসারণের ফলে দিনহাটার বাসিন্দাদের বিশেষ উপকার হবে। কোচবিহারবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এর দিনহাটা পর্যন্ত সম্প্রসারণ। রবিবার থেকে তার বাস্তবায়ন হলো বলে এদিন উল্লেখ করেন সাংসদ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ৭ ডিসেম্বর – ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯

## রাজভবন বনাম বিধানসভা

রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমশ সাংবিধানিক সংকটের দিকে এগোচ্ছে। একদা জরুরি অবস্থার সময়ে ইন্দিরা গান্ধির বদান্যতায় বেশ কয়েক মাস জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনগুলি ভারতবাসী দেখেছে। পরবর্তী সময়ে নানা স্তরে সংবিধানি সংকট দেখা দিলেও যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে তেমন প্রশ্ন ওঠেনি।

সম্প্রতি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালের কাজকর্ম নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যা সুদূর প্রসারী হতে পারে। যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধার করতে যাওয়া নিয়ে জল ঘোলা শুরু হয়। রাজ্যের শাসক দল রাজ্যপালের সক্রিয়তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। রাজনৈতিক ভাবে নানা অকথা–কুকথার শিকার হয়েছিলেন তিনি। এরপর রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখান কিংবা সচেতনভাবে অবজ্ঞা প্রকাশের প্রবণতা প্রকাশ্যে এসেছে।

অতি সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল আচার্য হিসাবে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সেখানে নজিরবিহীনভাবে অপমানিত হন। অতীতে এই বিশ্ব বিদ্যালয়েই উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য বামপন্থীদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। রাজ্যপাল স্বাভাবিকভাবেই এবার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন গণমাধ্যমের সামনে। বিধানসভাতে প্রবেশ করতে গিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান স্রেফ সরকারের নিদারুণ উপেক্ষার শিকার। সাধারণ চেয়ারে বিধানসভার গেটের সামনে রাজ্যপাল বসে আছেন এই ছবি সারা ভারতে বাংলা সম্পর্কে বিরূপ ভাবমূর্তি তৈরি করেছে।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য কেন্দ্র রাজ্যে থাকতে পারে। কিন্তু তা এ ভাবে রাজ্যপালকে অপমানের মাধ্যমে জনসমক্ষে ছড়িয়ে যাবে তা অকল্পনীয়। রাজ্যপাল সাংবিধানিক বৈধতার মধ্যে থেকে চেষ্টা করেছেন জনসংযোগ গড়ে তুলতে। সেই প্রচেষ্টা পদে পদে বিঘ্নিত হয়েছে প্রশাসন আর দলের মিলিত বদ্ধ সাঁড়াশির চাপে। তাকে পর্যটক, অতিথি এমনকি চিড়িয়াখানা পরিদর্শনের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। যা অত্যন্ত শ্রুতি কটু। রাজ্যপালকে তত্ত্বপাল বলার মধ্য দিয়ে আর যাই হোক শিষ্ঠতা প্রকাশ পায়নি।

রাজ্যপাল তবু বারংবার নানা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিধানসভায় ছুটে গিয়েছেন চরম অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও। রাজ্যের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যাঁরা প্রায় নিয়মিত দল ও প্রশাসনকে সুবুদ্ধি দিয়ে থাকেন তারাও এ ব্যাপারে মৌন। সারা ভারতে কোনও রাজ্যপালের ক্ষেত্রে এতটা অপমানজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি কখনও। বাংলার মান মানসম্মান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে।

অতীতের বড়লাটের ভবন আজকের রাজভবন। একদা বাম আমলে নন্দীগ্রামের গুলি চালনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন রাজ্যপাল ওই রাজভবন থেকে বলেছিলেন, ‘হাড়হিম সন্ত্রাস’। আজকের রাজ্যপাল বলছেন, ‘রাজ্যের গণতন্ত্র বিপন্ন’। শুধু সময়ের নিরিখে পাল্টে যায় বক্তব্যের তাৎপর্য এবং সমর্থন–অসমর্থনের ধারা। সংকীর্ণ রাজনীতি অনেক সময় শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে শুধু রাজনীতিকদের নয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদেরও। গণমাধ্যম এই বিপন্ন সংস্কৃতির সময়েও সেই ‘চলতি হাওয়ার পন্থী’ হয়ে রইল এটাই বিস্ময়ের।

# জোট ত্যাগ বিরোধী আইন চাই

**নির্মল গোস্বামী**



গণতন্ত্রে সংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। সংখ্যা যার ক্ষমতা তার। সংখ্যার খেলে এমন যে কেউ রাতারাতি জিরো থেকে হিরো, আবার কেউ পলকের ব্যবধানে হিরো থেকে জিরো। মহারাষ্ট্রের ভোটের পর ভারতের গণতন্ত্রে বেহাল দশা সামনে এসেছে। তাবৎ মিডিয়া বিজেপির চাণক্য অমিত শাহর পরাজয় দেখছে। কারণ তিনি চেষ্টা করেও সংখ্যা জোগাড় করতে পারেন নি। কংগ্রেস, শিবসেনা, এনসিপি উল্লসিত। তারা নাকি অবৈধভাবে বিজেপির সরকার গঠনের অপপ্রয়াসকে রুখে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নাকি মহারাষ্ট্রে জনগণের জয় হয়েছে।

কিন্তু আসল সত্যটা মিডিয়া প্রচার করছে না। সেটা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন। বিজেপি ঘোড়া কেনা বেচা করতে গিয়ে মুখ পুড়িয়েছে বলে যারা চিৎকার করছে। সেই তারাই এখন এক একটা আস্তাবল কিনে গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন সাজছে। ঘোড়া কেনা বেচা যদি মন্দ কাজ হয়, তাহলে আস্তাবল কেনা বেচা গণতন্ত্রের ভিতকে কি মজবুত করে?

অতীতে অন্য রাজ্যে কোথায় কি ঘটেছে তার উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অতি সরলভাবে একটা কথা বোঝা দরকার যে মহারাষ্ট্রের জনগণের রায় কিন্তু অস্পষ্ট নয়। সেখানে ত্রিশঙ্কুর ফল হয়নি। আগের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি–শিবসেনা পৃথক পৃথক ভাবে লড়ে ছিল। ভোটের পর শিবসেনা বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়ে ছিল। পাঁচ বছর সরকার চালানোর পর তারা জোট বেঁধে ভোট লড়েছে। জনগণ নেই জোটকে জয়ী করেছে। এমন নয় যে জনগণ সাময়িক ভুল বুঝে ভোট দিয়েছে। পাঁচ বছরে সরকারের কাজ কর্ম দেখে বুঝে জোটকে ভোট দিয়েছে। এটা মহারাষ্ট্রের জনগণের সুচিন্তিত গণতান্ত্রিক মতদান। সেই মতদানকে কারা পদ দলিত করল এবং কেন করল, সেটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন হওয়া উচিত গণতন্ত্রের স্বার্থে। জনগণের রায়ের প্রতি যদি এতটুকু মর্যাদা দেখাত শিবসেনা তাহলে জোট ভাঙতে সাহস পেত না। তবুও যদি কোন কর্মসূচি রূপায়ন নিয়ে মতভেদ হতো এবং তাতে জনস্বার্থের কথা থাকত, তাহলে সেই জোট ভাঙার একটা যুক্তি থাকত।

এখানে তাদের অর্ধ সময়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদ দিতে হবে এই অযৌক্তিক দাবিতে তারা জোট ভাঙল। কে কাকে গোপন ঘরে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার সঙ্গে জন স্বার্থের সম্পর্ক কোথায়? জনস্বার্থে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোট বেঁধে ছিল যারা তারা এখন সম্পূর্ণ দল স্বার্থে জোট ভাঙল। এর সঙ্গে মহারাষ্ট্রের কৃষক সমস্যা, মহারাষ্ট্রের বেকার সমস্যা, মহারাষ্ট্রের শিল্প স্থাপন, মহারাষ্ট্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক নেই।

সংসদীয় গণতন্ত্রে যেমন সংখ্যা গরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করবে এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ঠিক তেমনি ভাবে জোট শরিকদের মধ্যে যারা সংখ্যা বিচারে বেশি সেই শরিক দলের থেকে মুখ্যমন্ত্রী হবে এটাই তো স্বাভাবিক। পৃথিবীর কোনও গণতান্ত্রিক দেশে এমন উদাহরণ আছে কি ১০৫ এম এল এ–র দল মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে ৫৬ এম এল এ–র দলের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে? উল্টো দিকে ফল যদি এমন হতো শিবসেনা পেল ১০৫ এবং বিজেপি পেল ৫৬ তাহলে কি হতো? উদ্ধব ঠাকারে কি বলতেন যে না আমরা গরিষ্ঠতা পেয়েছি কিন্তু আমাদের অলিখিত চুক্তি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর পদ ভাগাভাগি হবে। ফলাফল যদি ৭০–৮০ হতো তবুও শিবসেনার দাবির কিছুটা মান্যতা থাকত। শিব সেনার দ্বিগুণ আসন পেয়েছে বিজেপি– এখানে ওই দাবি কেউ কি মানবে? আসনের বিচারে বিজেপি ৭০ ভাগ আসনে জয়ী হয়েছে সেখানে শিবসেনা মাত্র ৪১ ভাগ আসন জিতেছে। এই বিচারেও কি শিবসেনার দাবির ন্যায্যতা থাকে? গণতন্ত্র যেখানে সংখ্যা নির্ভর সেখানে সংখ্যাই তো সব কিছু নির্ধারণ করবে। সংখ্যা ছাড়া অন্যায় আবদার বিজেপি মানবে কেন? মনে করি বিজেপি যদি শিবসেনার দাবি মেনে নিত। তখন তারা ভাবত বিজেপির দুর্বলতা। তাই পরবর্তী সময়ে বলত ফুল সময়ের জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রীত্ব চাই না হলে জোট ভেঙে দেব। সেই ব্ল্যাক মেলের রাজনীতিতে না গিয়ে বিজেপি–র উচিত কাজেই করেছে।

শিবসেনা মহারাষ্ট্রে ব্ল্যাক মেলিং–এর রাজনীতি শুরু করেছে। ব্ল্যাম মেল করেছে শুধু বিজেপির সঙ্গে নয়। মহারাষ্ট্রের জনগণের সঙ্গেও। এমনকি গণতন্ত্রের সঙ্গেও। ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপির সঙ্গে সরকার গড়বে। গরিষ্ঠতা পেয়েও প্রতিশ্রুতি ভাঙল। জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাটাই যে কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে প্রাথমিক কর্তব্য। তবেই একটা দলের বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এটাই গণতন্ত্রের নির্যাস।

আবার যারা মানুষের রায়ে পরাজিত তারাও কিন্তু ক্ষমতার লোভে মানুষের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকার গড়ল। সব রকম নীতি নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে। পরাজিতরা সরকার গড়ছে দেখে জেতা দল বিজেপিও শেষ চেষ্টা করল। অজিত পাওয়ারে সঙ্গে জোট করতে চেষ্টা করল। তাঁর যাবতীয় কেস তুলে নিল। ক্ষমতার দখল করতে সকলের চরিত্রহানি হল। দুর্নীতির তদন্ত যে কত ঠুঁনকো তা প্রকাশ্যে এলো। রাষ্ট্রের কাছে যারা অপরাধী তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসছে, বা তাদের বসানো হচ্ছে। এই যে এতো ধরনের দুর্নীতি হল। এই দুর্নীতি করার সুযোগটা যদি না থাকত তাহলে শিবসেনা জোট ভাঙত না, মুখ্যমন্ত্রীত্বের দাবিও করত না। শারদ পাওয়ার, সনিয়া গান্ধিও মহারাষ্ট্রে সরকার গড়বার প্রচেষ্টায় ব্রতী হতো না। অজিত পাওয়ারের মামলা তোলার প্রয়োজন হতো না। ভারতীয় রাজনীতির নগ্ন চেহারাটা জনসমক্ষে আসত না। এতো গুলো ঘটনাকে না ঘটায় দেখতে চাইলে একটা আইনের খুব প্রয়োজন। যেমন দল ত্যাগ বিরোধী আইন আছে, (যদিও তা সব সময় প্রয়োগ হয় না) ঠিক তেমনি ভাবে জোট ত্যাগ বিরোধী আইন যদি থাকত তা হলে শিবসেনা এই খেলাটা খেলতে পারত না। জানি নেতারা সৎ নয়। দলগুলো দেশের কথা অন্তর থেকে ভাবে না। কিন্তু আইন যদি থাকত তাহলে সুযোগের অভাবে তারা অন্তত গণরায়কে সম্মান জানাতে বাধ্য হতো।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে জোট ত্যাগ বিরোধী আইন হলো, কিন্তু কোনও জোট সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল না, তখন কী হবে? আবার কী জনগণের পয়সা খরচ করে ভোট হবে? সেক্ষেত্রে এই রকম আইন আনা উচিত যে সব থেকে বেশি আসন যে পাবে সেই দলের মুখ্যমন্ত্রী হবে। এবং বাকি দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে তারা মন্ত্রীত্ব পাবে। রাজ্যে রাজ্যে তখন সর্বদলীয় সরকার হবে। এই রকম সরকার হলে জনবিরোধী আইন তৈরি করতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী এক তরফা কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারবে না। মনে করি ২০১৪ সালে যদি মোদীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সরকার হতো কেন্দ্রে, তাহলে কি মোদী পারত রাতারাতি নোট বাতিলের মতো সর্বনাশা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে?

সর্বদলীয় সরকার হলে এখনকার মতো সরকার, বিরোধীদের শায়েস্তা করতে যত শক্তি অপচয় করে তার প্রয়োজন পড়ত না। জনগণের উন্নয়ন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সমবেত ভাবে দলগুলো চেষ্টা করত। রাজ্যে রাজ্যে বা দেশে দেশে সুফল প্রতিষ্ঠিত হতো। গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপর এই ধারণা ভারতে অচল। বর্তমানে শাসক–বিরোধীদের আদর্শগত কোনও ফারাক নেই। শুধু ভোটের ময়দানে গালাগালি আর ভোট ফুরলেই গদির মোহে গলাগলি। সর্বদলীয় শাসনই গণতন্ত্রের সাফল্য আনতে পারে কিনা সেটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হলে ক্ষতি কি? এতে করে রাজনৈতিক হানাহানিও বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমাদের নির্বাচনী আইনের নতুন সংশোধন চাই।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ

**কর্মই উপাসনা**

তেমনি শ্রীকৃষ্ণ কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন, কিন্তু একটি কাজও তিনি নিজের জন্য করেন নাই। প্রত্যেকটি কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দীপালোকে আমরা গীতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু কিছু সংখ্যক পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কর্মের মধ্যে কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই। যাঁহারা কাঁচা অহং–বোধ বির্সজন দিয়া কর্ম করেন, দোষ তাঁহাদের স্পর্শ



করিতে পারে না, কারণ জগতের হিতের জন্য তাঁহারা কর্ম করেন। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও মুক্তিলাভ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের এই রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন।

**জ্ঞান ও কর্ম**

চিন্তার শক্তি হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশি শক্তি পাওয়া যায়। বস্তু যত সূক্ষ্ম, ইহার শক্তিও ততই বেশি। চিন্তার নীরব শক্তি দূরের মানুষকেও প্রভাবিত করে, কারণ মন এক, আবার বহু। জগৎ যেন একটি মাকড়সার জাল, মনগুলি যেন মাকড়সা।

এই জগৎ সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সত্তারই প্রকার। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া দুষ্ট সেই সত্তা এই জগৎ।ইহাই মায়া। অতএব জগৎ একটি ভ্রম, অর্থাৎ সত্য বস্তুর অসম্পূর্ণ দর্শন, আংশিক প্রকাশ–প্রভাতে যেমন সূর্যকে একটা লাল বলের মতো দেখায়। এইভাবে যা কিছু অশুভ ও মন্দ, তা প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা মাত্র, ভালরই অসম্পূর্ণ প্রকাশ।

সরলরেখাকে অনন্ত পর্যন্ত বর্ধিত করিলে একটি বৃত্তেই পরিণত হয়। ভালর সন্ধান আত্মানুসন্ধানেই ফিরিয়া আসে। ‘আমি’ই রহস্যের সমগ্র রূপ–ঈশ্বর। কাঁচা–আমিই দেহ,আবার আমিই বিশ্বের পরমেশ্বর।

মানুষ পবিত্র ও নীতিপরায়ণ হইবে কেন? কারণ ইহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হইবে। যাহা কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মনন ও ইচ্ছাশক্তিকে সতেজ করে তাহাই নৈতিক। যাহা কিছু ইহার বিপরীত, তাহাই দুর্নীতি। দেশভেদে ব্যক্তিভেদে ইহার মানও পৃথক।

## ফেসবুক বার্তা

### আদালতেই খুন করা হয়েছিল ধর্ষককে!




এটি ছিল ভারতের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা, সেদিন ২০০ জন নারী আদালত চত্তরেই আক্কু যাদব নামের একজন ধর্ষককে হত্যা করেছিল! বারবার জামিন পেয়ে যাচ্ছিল এই আক্কু যাদব, ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা ছিল না, তাই 2004 সালের 13 ই আগষ্ট আদালত চত্তরেই 200 জন মহিলা চোখে লঙ্কা গুড়ো দিয়ে পাথর ছুড়ে খুন করে সেই ধর্ষককে!

# অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট?

**অমিতাভ সেন**

শ্রীগীতায় বলা আছে, সুখে দুঃখে সমকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। সুখ, দুঃখ, লাভ–অলাভ, জয় পরাজয় সবই সমান দৃষ্টিতে দেখা উচিত। ভারতবর্ষের পশ্চিমে রয়েছে মহারাষ্ট্র। গত লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট প্রবলভাবে জয়ী হয়েছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে ফল প্রকাশে গত তিরিশ বছর যে দুটো দল বিজেপি ও শিবসেনা এক সঙ্গে কাজ করেছে, তারাও বিবাদমান হয়ে পড়লো। ১২৪ সিটে লড়ে লড়ে এবং ৫৬টা সিটে জিতে শিবসেনা দাবি করে বসলো আড়াই বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব চাই এবং সেই পদের একমাত্র যোগ্যপ্রার্থী আদিত্য ঠাকরে। তাদের দাবি নির্বাচনের আগে স্বয়ং অমিত শা তাদের এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন; তা না হলে তারা আলাদাভাবে ২৮৮ আসনেই লড়তো। একথা তারা ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে বলে নি। যে ৫৬টা সিটে তারা জিতেছে সেখানকার ভোটার রাও জানতে পারেননি। অথচ নির্বাচনী বহু জনসভায় মা: প্রধানমন্ত্রী এবং মা: অমিতজি শিবসেনা প্রমুখের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেছেন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। গত পঞ্চাশ বছরে প্রচণ্ড কর্মকুশলতা, সততা নিয়ে একটানা পাচ বছর রাজ্য চালিয়েছেন তিনি। আমি মহারাষ্ট্র নির্বাচনের আগে ভায়াণ্ডার, মীরা রোড, আন্ধেরী, খড়ে এলাকায় বেশ কয়েকদিন কাটিয়েছি। বহু রাজনীতি সচেতন মানুষের কাছে শুনেছি শিবসেনাকে ১২৪টা আসন দেওয়া ঠিক হয়নি। বিজেপির উচিত ছিল এতগুলো সিট হাতে রাখা যাবে যাতে ১৪৫ জয়ী এমএলএ হাতে থাকে। উত্তরপ্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা সর্বত্র এনডিএ সরকার চলছে কিন্তু বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই ঘটনা লোকসভা নির্বাচনেও ঘটেছে। বিজেপির এটা করা উচিত ছিল রাজ্যের স্বার্থে। বিজেপি একা পেয়েছে ১০৫টা সিট। আরও ১৫ জন বিজেপি কর্মী নির্দল হিসেবে জিতেছে। এই বাকী ১৫ জনই এনডিএ জোটের শিবসেনা প্রার্থীদের হারিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এনসিপির পার্লামেন্টারি কমিটির নির্বাচিত নেতা যখন অনুগত এমএলএদের লিস্ট রাজ্যপালের হাতে তুলে দিলেন, তখন দেবেন্দ্রর এগিয়ে না আসটো পার্লামেন্টারি প্রথার অবমাননা বলে সমালোচিত হতো। অজিত আবার যখন ‘ইউ’ টার্ন নিলো ফড়ণবীশের পক্ষে সততার সঙ্গে পদত্যাগ করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। গুজব রটানো হচ্ছে অজিত নাকি নয়টা মামলা উইথড্র করিয়ে নিয়েছে। Anticorruption Bureau নয়টি ক্ষেত্রে দেখেছে repitition of facts; তাই কোর্টের নির্দেশ মতো মামলা Clubbed করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার করার কিছুই থাকেনা। কেউ কেউ আশংকা প্রকাশ করছেন গত পাঁচবছরে শুধু mega–crore infrastructure project এর ভবিষ্যৎ নিয়ে। বুলেট ট্রেন এগুলোর মধ্যে একটা। জমি অধিগ্রহণ, বনাঞ্চল ছেদন, বনবাসী সমাজের rehabilitation প্রভৃতি নিয়ে বিবাদ (সর্দার সরোবর ড্যাম এর মতো) বহুদিন ধরেই চলে আসছে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমাধান পূর্ববর্তী দেবেন্দ্র–সরকার করেই ফেলেছিলেন। নাসিকে সমৃদ্ধি করিডরে জমি অধিগ্রহণ ও ভীমা কোরে গাঁও সমস্যা এক সুতোয় গেঁথে আরবান নকশাল ও সিপিএম একটা বিরাট মিছিল এর আয়োজন করেছিল। পেছনে ছিল রাহুল বাবাজি ও শরদ বুড়াজীর বিপুল সমর্থন। কৃষকদের সমস্যার সমাধান দেবেন্দ্র এমন ভাবে করেছেন যে সদস্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বামেরা পেয়েছে ০.৪৩% ভোট। সিপিএম–এর গণশক্তি পত্রিকার খুব আমোদ। এক্কেবারে আলজিভ বার করে হাসছে; বিজেপিকে মহারাষ্ট্রে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা গেছে।

খ্যাঁক করে উঠলেন বিধুদা– তাতে তাদের বাপের কি? তোদের তো আমও গেলো, চালাও নেল, পরনের লুঙ্গিটাও গেল। তোরা দাঁত ক্যালাস কোন আদিখ্যেতায় ৬৫ সালের লড়ায়ের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিধুদার পরিবার চলে এসেছিলেন। প্রকৃত অর্থেই সর্বহারা, কম্যুনিস্ট পার্টিকেই তাই আপন বলে মনে হয়েছিল। আজ ৭০ বছর বয়সে এসে বলেন– এদের মতন খচ্চর আর দুটো হয়না। Defense Accounts এ চাকরি করতেন। বোম্বাই–এ থাকাকালে বালাসাহেবের ভাষণ শিবাজি পার্কে কয়েকবার শুনেছিলেন– তখন থেকে সেকু ভূত কাঁধ নামতে শুরু করে। সেই অভিজ্ঞতার কথা ছুটিতে বাড়ি এসে পিতৃদেবকে যখন বলতেন, তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল– মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে সতর্ক করতেন। তাঁর শিষ্য চারণ

> **কোনো কোনো মানুষ স্বভাব নেতা, ট্রেনিং–এর যেন প্রয়োজন হয় না, যেমন ভয় প্রকাশ, বললেন বিধুদা, সেই সত্য যা বলিবে তুমি। কেয়াতলা সোমনাথ হলে অটলজীর স্মরণ সভায় ৪৪ মিনিট ধরে শুধু poto/pota র ওপর বলে গেল। অর্থনীতি GDP 8.11%। বৈদেশিক accumulated loan Clear, বিশাল বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়, স্বর্ণিল চর্তুভুজ কোনো একটা বিষয় ছুঁয়ে গেলেন না।**

কবি মুকুন্দ দাস একই বার্তা দিতেন গান গেয়ে। তাঁদের কথা আমরা শুনিনি, তাই ছিন্নমূল।

বালাসাহেবের মতো অমন বাপের এই গর্দভ ছেলে। ছেলে ভাইপো কাউকেই ক্ষমতায় আসতে দেননি, সংগঠনকেই রেখেছিলেন। আদিত্যকে সিএম করবে বলে– ৩০ বছরের সম্পর্ক বিসর্জন। বালাসাহেব তো নেহরুর মতো dynest ছিলেন না। মানুষ ভোট ছিল মহাযুতি এনডিএকে ক্ষমতায় পাঠানো। তুমি বেড়িয়ে এলে, এখন উদ্ধব বলছে এটাই জনমত। আমি বললাম, এই জন্যেই তো সদা বন্দনীয় শিবরাম চক্রবর্তী বলেছেন, সাধারণ মানুষের কাছে সংসদীয় গণতন্ত্র মানে পাঁচ বছর অন্তর একবার ভোট দেওয়া, আর পরের পাঁচ বছর ধরে হাত কামড়ানো– এঃ কী করলাম। তা আপনার পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কিছু বলুন। বিধুদা আবার রেগে উঠলেন, পশ্চিমবঙ্গ আবার কোথায়, পদ্মাপাড়ে বাংলাদেশ আর গঙ্গা পাড়ে বাংলা। চা খাবে, বাংলা চা, দুধ চিনি মেশানো।

বিনা পয়সায় পেলে দাদের মলমও উত্তম মাখন বলে খাবো।

এরপর বিধুদা যা বল্লেন তা নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে, উড়িয়ে দেওয়া যাবে না— পয়সা যদি করতে চাও তো বিজেপির প্রার্থী হয়ে দাঁড়াও ও ইলেকশনে হেরে যাও। দুপয়সা থাকবে। এখানে জেলা থেকে হারলে লাভ। ইলেক্টরাল বন্ড চালু হওয়ার পর বহু কর্মী সমর্থক accounted for bond কেনেন। ইলেকশন লড়তে টাকা অবশ্যই দরকার। দিল্লি হেডকোয়ার্টার থেকে টাকা আসে প্রার্থীর কাছে। যে প্রার্থী nomination manwge করেছে অথচ ভূমির সঙ্গে যোগাযোগ নেই সে বুদ্ধি প্রয়োগ করে। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম এবং দুর্গাপুর কেন্দ্রে দুই প্রার্থী ২০১১ সালে বুদ্ধির জোরে, পার্টি যখন হিসেব তলব করেছে, বিজেপি ছেড়ে টিএমসিতে চলে গেছে।

বিধুদা বললেন, শুধু মফস্বল কেন কলকাতার এক প্রার্থীর স্ত্রী ইলেকশন চলাকালীন ১৫ লাখ টাকার গাড়ি কিনেছে। ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ এর মতো পণ্ডিত সজ্জন ব্যক্তি ২০১৪ সালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে Sizeable vote পেয়েছিলেন, ২০১৯এ তাকে নমিনেশন দেওয়া হলো না। ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১৪–১৬ গভীর জনসংযোগ করেছিলেন। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ কলকাতা উত্তম মঞ্চের রাজনৈতিক সম্মেলনে রাসবিহারী কেন্দ্রে তাঁর প্রার্থীপদ ঘোষণা করে দেওয়া হলো। পরে প্রার্থী তালিকায় রাসবিহারী ও কসবা বিধানসভায় যাদের নাম প্রকাশ করা হলো দুজনেই জামানত খোয়ালেন। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর ডঃ ঘোষ তাঁর cash assignment (সৈকত বক্সী, বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতা ভি পি)এর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সকল টাকা গুণে গেঁথে জমা দিয়ে এসেছিলেন। ডঃ ঘোষের মতো বোকা সরল সৎ মানুষের সংখ্যাই বেশি।

চা পানের পর বিধুদা একটা সিগারেট ধরালেন– চারমিনার। এটা তাঁর নাকি সহস্র যুগের বদ অভ্যেস। দুটো টান মেরে বললেন, আলিপুর বার্তা (২৩–২৯ নভ) সংখ্যায় দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি মণ্ডল–১ এর কর্মী সম্মেলনের রিপোর্ট বেরিয়েছে। দেখেছ সেটা। আমি প্রথম কয়দিন কলকাতার বাইরে ছিলাম। ওই সংখ্যায় এডিটোরিয়ল পেজে আমারও একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দুটোই আমি ফিরে এসে দেখেছি। ওই রিপোর্টে অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর উদ্ধৃতি আছে। তিনি আমার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। আমিও এবিভিপির সদস্য ছিলাম। সেদিন জনসংঘ এর জনভিত্তি এতো প্রবল ছিল না। তাই তিনি হেরে যেতেন, জোড়াবাগান কেন্দ্র থেকে জিতে ছিলেন। বলতেন– পার্টি ছোটো তো নেতা বড়ো। সার্কাসের তাঁবুর উদাহরণ দিতেন। তাঁবুর ঘের কম হলে মাঝের মাস্তুলের বাহার আবরণ চূড়া পর্যন্ত থাকে। অনেক লোককে accomodate করতে হলে তাঁবুর ঘের বড়ো করতে হয় মাস্তুল নাঙ্গা হয়ে পড়ে। সাবেক লোকেরা যখন ছিলেন তখন বিজেপির ভোট ৬% এর বেশি ছিল না, আজ ৪০%, অন্যে দল থেকে এবং সাধারণ মানুষ তো আসবেই। তাদের পার্টির আদর্শ পঞ্চনিষ্ঠা, একাত্মমানববাদ বোঝাতে হবে। হরিদা (উকিল হরি ঘোষ) যে উপদেশ দ০ ক০ জেলা সভাপতিকে প্রকাশ্যে দিয়েছেন তা অতীব প্রাণিধান যোগ্য।

কোনো কোনো মানুষ স্বভাব নেতা, ট্রেনিং–এর যেন প্রয়োজন হয় না, যেমন ভয় প্রকাশ, বললেন বিধুদা, সেই সত্য যা বলিবে তুমি। কেয়াতলা সোমনাথ হলে অটলজীর স্মরণ সভায় ৪৪ মিনিট ধরে শুধু poto/pota র ওপর বলে গেল। অর্থনীতি GDP 8.11%। বৈদেশিক accumulated loan Clear, বিশাল বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়, স্বর্ণিল চর্তুভুজ কোনো একটা বিষয় ছুঁয়ে গেলেন না।

সাধারণ মেধার রাজনৈতিক কর্মীরা অনেকে শুনেই শেখে। শুনে শুনে অধ্যয়ন জ্ঞান আহরণের একটা পদ্ধতি। বেদের অপর নাম শ্রুতি। এজন্য বৌদ্ধিক আলোচনার সময় নির্ধারিত করা থাকে। দক্ষিণ কলকাতার মণ্ডল–১ এর মুক্তাঙ্গন কর্মী সম্মেলনে হরি ঘোষ, অরূপ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেটরা উপস্থিত ছিলেন শুধু শ্রোতার ভূমিকায়। বলা হচ্ছে এনআরসি নিয়ে মিথ্যা রটনা counter করা যায়নি। যাবে কি করে? সত্যটা যারা grass root এ পৌঁছে দেবে সেই সাধারণ কর্মীরা শিখবে তো প্রাজ্ঞ জনেদের কাছে। মঞ্চে বসা কোনও একজনার নির্দেশে ৬৫ মিনিটের মধ্যে ৮–৩৫–এ সম্মেলন শেষ করে দেওয়া হলো। অথচ উদ্যোক্তারা পকেটের পয়সা খরচ করে হল বুক করে ছিলেন ৯–৩০ পর্যন্ত। ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী ধান্দাবাজ নেতাদের ছড়ি ঘোরানো বন্ধ হোক। জেলা সভাপতি একটি সত্য কথা বলেছেন। গান্ধি সংকল্প যাত্রার কোনও দিন পঞ্চাশের বেশি কর্মী আসেন নি। কর্মীরা বলছেন যাত্রার পূর্বে মণ্ডল সভাপতি ও অন্য এক্সিকিউটিভদের নিয়ে কোনও যোজনা বানানো হয়নি। এর জন্যে ফান্ডটা বিশেষ দুই ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কর্মীদের ক্ষোভ যেখানেই টাকার গন্ধ সেখানেই এই যুগল। রামনবমীর দিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা বিশাল মিছিলে শীতল জল, ভিজে ছোলা, আদা কুচি, বাতাসা, গুর সব ব্যবস্থা ছিল। এখানে সব কিছুই ধাঁ। টাকাটা হয়ে গেল ভোঁ। জেলা সভাপতির উচিত অডিট করিয়ে সকল তথ্য সাধারণ কর্মীদের সামনে আনা।

উপনির্বাচনে সাধারণতঃ ক্ষমতাশীল দলই জেতে। তবুও প্রার্থী নির্বাচনে লোকাল সেন্টিমেন্টের মর্যাদা দিতে হবে। অধ্যাপক ভারতী একবার নবদ্বীপ কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন। মিছিলে, সভায় বিশাল জমায়েত হতো। তাঁর পায়ের ধুলো নিতে মানুষের কাতার পড়ে যেত। কিন্তু তাঁর জামানত জব্দ হয়। অধ্যাপক ভারতী ছিলেন কেশব ভারতীর উত্তর পুরুষ। কেশব নিমাইকে সন্ন্যাস দেন, নদিয়ার ঘরের ছেলেকে সন্ন্যাসী বানান। নদিয়ার লোক মধুর ভাবে সাধন করে। সন্ন্যাস পছন্দের নয়। কেশব এর বংশধর হরিপদ ভারতী প্রণাম পেয়েছেন, ভোট পাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক সেনানায়ক বলেছিলেন : We have lost the ballte not the war. নিজেদের ছোটখাটো ত্রুটি গুলো যদি শুধরে নিতে পারে এবং ধান্দাবাজদের ধরাশায়ী করতে পারে ২০২১–এ বিজেপির জয় অনিবার্য। বড়ো গাছেই ঝড় লাগে। সৎ নিষ্ঠাবান কর্মীরা পথ দেখাবেন, দেশকে আরও উন্নত করবেন। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রন্তের ঘটনা সাময়িক। আর এক বক্তব্য স্মরণ করি : Any one can deal with victory. only mighty can bear the defeat.

## দুর্ঘটনায় মৃত্যু রণক্ষেত্র রাজগ্রাম

**অভীক মিত্র:** ২২ নভেম্বর দুপুর বারোটা নাগাদ রাজগ্রাম বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ের কাছে লরির ধাক্কায় মারা গেলো সাইকেল আরোহী টুটুল শেখ। বাড়ি কাশিমনগর গ্রামে। উত্তেজিত জনতা লরিতে ভাঙচুর করে রাজগ্রাম–অজাগরপাড়া রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। দুইঘন্টা পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে। লরির চালক,খালাসি পলাতক। রাত্রে বাড়লেই ব্রিজের কাছে লরির ধাক্কায় মৃত রামপ্রসাদ পাল। ২০ নভেম্বর ভোরে নাগরা মোড়ে লরির ধাক্কায় মৃত ফুলচাঁদ শেখ। ১৪ই নভেম্বর রাত্রে শ্মশান থেকে ফেরার পথে হেতাপাড়ায় টোটো উল্টে হাসপাতালে মৃত চালক জয়দেব মাল।

## অ্যাকাউন্ট থেকে উঠল টাকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এটিএম কার্ড নেই। তাসত্ত্বেও এটিএম থেকে ১২৫০০ টাকা তুলে নেওয়া হলো দুবরাজপুর আরবিএসডি উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রের। ছাত্রের নাম রফিকুল খান। দুবরাজপুর স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট করেছিলো রফিকুল। রফিকুল নাবালক হওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে এটিএম কার্ড পায় নি। সংখ্যালঘু স্কলারশিপের টাকা জমা হয়েছিলো অ্যাকাউন্টে। ২২শে নভেম্বর পাশবুক আপডেট করার পর বিষয়টি নজরে আসে রফিকুলের। রফিকুলের বাবা দিনমজুর।

## চুরিতে বাড়ছে চিন্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ২০ই নভেম্বর সিউড়ি সংশোধনাগারের সামনে অবস্থিত একটি ইলেকট্রনিক্সের দোকানে চুরি হয়। দোকানের সিসিটিভিতে দেখা যায়, ভোর ৪:৫৯টা নাগাদ গামছায় মুখ ঢেকে এক ব্যাক্তি শাটার ভেঙে টর্চ জ্বেলে ভিতরে ঢোকে। লক্ষাধিক টাকার মোবাইল চুরি হয়েছে বলে দোকানসূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। ২২ নভেম্বর ভোররাতে রাজগ্রাম পশ্চিমবাজারে একটি মুদির দোকানে নগদ টাকা চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২১ নভেম্বর গভীররাতে রামপুরহাট ডাকবাংলোপাড়ার একটি ওষুধের দোকানে চুরি হয়।

## তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গত ১৯ নভেম্বর রাত্রে পালন গ্রামে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে জখম হয়ে দুইজন সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ২১ নভেম্বর সকালে কয়ালুরপুর গ্রামের পুকুর থেকে বিজেপি কর্মী টোটোচালক মলয় ঘোষের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মলয়কে তৃণমূল খুন করেছে দাবি বিজেপির। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। রাতের অন্ধকারে রাতগড়া গ্রামের বিজেপি বুথ সভাপতি পরিতোষ মজুমদারের জমিতে থাকা ধানে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ২২ নভেম্বর সকালে ঘটনাস্থলে যান বিজেপি জেলা সম্পাদক অতনু চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ১৮ নভেম্বর কুমারশীর্ষা গ্রামে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে জখম হয় ছয়জন।

## ওয়ার্ড বাড়ছে দুই পুরসভায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ২০২০ সালে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর,সিউড়ি ,সাঁইথিয়া,রামপুরহাট এবং বোলপুর পুরসভায় পুরনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বোলপুর এবং সিউড়ি পুরসভার দুটি করে ওয়ার্ড বাড়ছে। বোলপুর পুরসভায় ওয়ার্ড কুড়ি থেকে বেড়ে বাইশ হচ্ছে এবং সিউড়ি পুরসভায় ওয়ার্ড উনিশ থেকে বেড়ে একুশ হচ্ছে ২২ নভেম্বর সিউড়িতে অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভাশিস বেইজের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমকে জানান দুই পুরপ্রধান। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০২০ সালে বীরভূম জেলার পাঁচ পুরসভা নির্বাচনের দিকে নজর থাকবে জেলাবাসীর।

## পোশাককাণ্ডে উত্তাল বোলপুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বোলপুর সেন্ট টেরেজা বিদ্যালয়ে ঠাণ্ডার জন্য কিছু ছাত্রী ল্যাগিংস পরে আসায় প্যান্ট খুলে ক্লাস করানোর অভিযোগ উঠলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ১৮ই নভেম্বর রাত্রে থানায় অভিযোগ দায়ের করে অভিভাবকরা। ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ নভেম্বর সকালে বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা। তদন্তের জন্য ২১ নভেম্বর বোলপুর মকরমপুর সেন্ট টেরেজা বিদ্যালয়ে জেলা সুরক্ষা আধিকারিক সহ তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল যায়। ২২ নভেম্বর বোলপুরে প্রশাসনের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জট কাটে নি। ঘটনার প্রতিবাদে ২০ নভেম্বর বোলপুর চিত্রা মোড়ে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই।

## হনুমানের তাণ্ডবে জখম

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর গ্রামে একটি হনুমানের কামড়ে জখম হয় চারজন। তারমধ্যে দুইজন সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে খাঁচা পাতা হলেও হনুমানটি এখনো ধরা পড়ে নি। সদ্যোজাত একটি কুকুরছানার পা সিউড়ি ডাঙালপাড়ায় ব্লেড দিয়ে কাটার অভিযোগ উঠলো এক মদ্যপ যুবকের বিরুদ্ধে। একটি পশুপ্রেমী সংস্থা কুকুরছানাটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা করাচ্ছে।

# ঘর গোছাতে জোর তৎপর তৃণমূল

**পূর্ব বর্ধমান**

**দেবাশিস রায়, কাটোয়া:** ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের যাবতীয় ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আসন্ন একাধিক নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্য ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে। ২০২০ সালে পুরসভা ও পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন। তবে, আসন্ন পুরসভার নির্বাচনী লড়াইকে হালকাভাবে না নিলেও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলাজুড়ে ১৬টি কেন্দ্রেই জয়লাভ করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতেই ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতা–কর্মীদের নিয়ে ঘর গোছানোর জোর তৎপরতা।

দলীয় একটি সূত্রে জানা গেছে, গতবার প্রবল গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হয় পূর্বস্থলী উত্তর এবং জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্র দুটি। এই দুই কেন্দ্রে জয়লাভ করেন বামফ্রন্ট প্রার্থীরা। পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে সিপিএমের প্রদীপ সাহা এবং জামালপুর কেন্দ্রে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের সমর রায়ের কাছে হেরে যান তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত দাপুটে প্রার্থীরা। শুধু তাই নয়, হারের হাত থেকে কোনওরকমে মুখ রক্ষা করতে পেরেছিলেন কাটোয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি মাত্র সাড়ে নয়শো ভোটের ব্যবধানে বাম–কংগ্রেস জোটের প্রার্থী শ্যামা মজুমদারকে পরাজিত করেন।

জেলার বুকে বিরোধীদের এমনতর সাফল্য নিয়ে পরবর্তীতে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে তোলপাড় হয়েছিল। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে দলের এই ব্যর্থতা ও ফলাফল নিয়ে একাধিকবার পোস্টমর্টেম হয়। তারপর নানাভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের নামে বিবদমান গোষ্ঠীর নেতা–কর্মীদের ডেকে নিয়ে আলোচনায় বসছেন। বাদ যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মসূচিও। এককথায়, এভাবে দফায় দফায় আলোচনার মধ্য দিয়েই গোষ্ঠী কোন্দলের অবসান ঘটাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জেলা শীর্ষ নেতৃত্ব।

ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের নবতম সংযোজন দিদিকে বলো কর্মসূচি জেলাজুড়ে জোরদার হয়েছে। রাজ্যজুড়ে কাজ শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নবগঠিত শাখা সংগঠন জয় হিন্দ বাহিনী। গত ১ ডিসেম্বর বর্ধমান শহরে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সম্পন্ন হল জয় হিন্দ বাহিনীর জেলা সম্মেলন। আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এই সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অনেকেই। ওই সম্মেলনে কার্তিকবাবু দলীয় কর্মীদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হয়ে মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানুষের কাছে আমাদের মাথা নিচু করে থাকতে হবে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, দলের সকলকে নিয়ে চলতে হবে। আমাদের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের কথা মানুষের কাছে গিয়ে তুলে ধরতে হবে। আর একাজে জয় হিন্দ বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## ডেঙ্গু সচেতনতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১ ডিসেম্বর, রবিবার সকালে ডোমজুড় প্রচ্য ভারতীয় স্টেডিয়ামে ডোমজুড় সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালনায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার করা হয়। এই সচেতনতা মুলক প্রচার করতে বহু মানুষ অংশ নেয়। পথ চলতি মানুষকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কি ভাবে করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা নিয়ে সকলকে সে বিষয়ে অবগত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের মুল্যবান ভাষনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

## বুলবুল আক্রান্তদের ত্রাণ প্রদান



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৫ ডিসেম্বর ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আক্রান্ত বকখালি ফ্রেজারগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সুন্দরবন বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যামন্দিরের মাঠে আয়োজিত এই ত্রাণ শিবিরে প্রায় ২৫৫টি পরিবারের হাতে নগদ ৫০০ টাকা, চাল (৫ কেজি), চিড়ে (৩ কেজি), মুড়ি (দুই প্যাকেট), আলু (৪ কেজি), বিস্কুট (১০ প্যাকেট), নুন (১ কেজি), তেল, হলুদ, মশলাপাতি, বড় মোমবাতি (১ প্যাকেট), দেশলাই, ২ বোতল জল (মিনারেল), নতুন কম্বল, নতুন চাদর, নতুন শাড়ি, প্রায় ৫০০ জন শিশুদের নতুন জামা দেওয়া হয়। বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী নিজের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে এই সামগ্রীগুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অখিলেশ বারুই, সুন্দরবন বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক অসীম প্রধান সহ শিক্ষক–শিক্ষিকারা। বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী জানান আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার তিন চারটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গরম সোয়েটারও উপহার দেওয়া হবে।

# সরকারি উদাসীনতার বলি লক্ষাধিক জুট মিল শ্রমিকের ভাগ্য

প্রথম পাতার পর

কারণ এই শিল্প হল পরিবেশ বান্ধব। এই চটের বাজার কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের ভুল নীতির কারণে বাংলাদেশ দখল করে নিচ্ছে। প্লাস্টিক লবি'র চাপে এই শিল্পে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিল্প নিয়ে এখনও কোনও কথা বলেননি। অন্যদিকে পাটচাষিরা সহায়ক মূল্য পেলে পাটের ফলন আরও বৃদ্ধি পেত। তাও যা ফলন আছে, তাতেও কাজ হয়। এর জন্যে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। আলু, চাল সহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী পরিবহনের জন্য চটের ব্যাগ ব্যবহার করলে তো পাটের ব্যবহার বাড়ত। সরকার এই শিল্প নিয়ে ভাবুক। সহায়ক মূল্য নিয়ে ভাবুক এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে ভাবুক। এই মুহূর্তে খড়দহ, জগদ্দল, ভাটপাড়া মিলিয়ে প্রায় পাঁচটি জুট মিল বন্ধ। পাটের জোগান থাকলেও অর্ডার কম। তাই কাজও কম। মালিকরা তিন শিফট এর জায়গায় দুই শিফট কাজ করাচ্ছে। বড় সমস্যা স্থায়ী শ্রমিক কমে যাচ্ছে। এমনকি চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী শ্রমিকও কমে যাচ্ছে। বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে বদলি শ্রমিক দিয়ে। তারা কারখানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকছে। কোনও দিন কাজ হচ্ছে, আবার কোনওদিন কাজ হচ্ছে না। আর মালিকও এদের দিয়ে কাজ করাতে ইচ্ছুক। কারণ এদের দিয়ে অনেক কম মজুরিতে কাজ করানো যায়।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক তথা অন্যতম রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'জুট মিলগুলির যে কর্মসংস্কৃতি আছে সেখান থেকে একটা মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার। শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখবার জন্য অতীতের মেহনতী মানুষের সরকার বা বামফ্রন্ট সরকার খুব একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করে যেতে পারে নি। বারবার মালিকানা বদল, বিভিন্ন সময়ে হাত বদলের ফলে পিএফ গ্র্যাচ্যুইটির টাকাও শ্রমিকরা ঠিকমতো পেতেন না। মালিকরা মুনাফার টাকা অন্য ব্যবসায় লগ্নীকরণ, নিজস্ব সম্পত্তিগুলিকে রিয়েল এস্টেটে ঢুকিয়ে দেওয়া সহ চরম দুর্নীতির জন্যে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। লক্ষাধিক শ্রমিক সহ বহু মানুষ পাটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে এবং আমাদের দেশে পাটের চাহিদা বাড়ছে। সেক্ষেত্রে হাত বদল ও কিছু শ্রমিকের দাবি দাওয়া মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একে অন্যের সহযোগিতায় একটা সদর্থক পথ বের করতে হবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসক দলের স্থানীয় নেতারা জুটমিলের শ্রমিকের স্বার্থর থেকে তাদের জমি নিয়ে অত্যন্ত সচেতন।'

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিড়ায় বহু পুরনো গোলাম বারির পাটের গোডাউন বলে খ্যাত পাট গুদামটি বর্তমানে বেশ কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে। মূল মালিক গোলাম বারি আজ আর ইহলোকে নেই। তাঁর বড় ছেলে প্রায় সত্তরোর্ধ মতলুব্বর রহমান বলেন, 'প্রায় কুড়ি বছর ধরে গোডাউনটি বন্ধ। একটা সময়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় দু'হাজার মন পাট এখান থেকে সাপ্লাই হতো। আগরপাড়া, খড়দহ, ভারত জুটমিল সহ প্রায় পাঁচ–ছটি জুট মিলে পাট যেত। প্রথম দিকে পনের দিন বা একমাস অন্তর টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু পরবর্তীতে তা ছ'মাসেও পাওয়া যেত না। আমাদের হাবড়া, বাদুড়িয়াতেও মোকাম ছিল। হাবড়া তো অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে যায়। বাদুড়িয়ার মোকামও প্রায় বন্ধের মুখে। যে মিলগুলোতে আমরা পাট সাপ্লাই দিতাম, তারও কয়েকটি বন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণে পাটের ব্যবসা বন্ধ করে বাসনের দোকান খুলেছি।'

আইএনটিটিইউসি–র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত বলেন, 'আমার তো শ্রমিক সংগঠন নিয়ে চলতে হয়। তবে শ্রমিকরা এখন ঠিকমতো মাইনে পাচ্ছেন। যে যে জুটমিল বন্ধ আছে, আমাদের সরকার সেগুলিকে খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। জুট শিল্পকে বাঁচাবার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি নিজাম প্যালেসে বসে এ ব্যাপারে আইএনটিটিইউসি–র রাজ্য সভাপতি দোলা সেনের সঙ্গে কথাও হয়েছে। মন্ত্রী মলয় ঘটকও জুট শিল্পের পুনরুজ্জীবনে যথেষ্ট চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

## সাংবিধানিক সংকট আসন্ন?

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই এর আঁচ পড়তে শুরু করেছে রাজ্য পরিচালনায়। রাজ্যপাল ঘোষণা করেছেন তিনি সরকারের রবার স্ট্যাম্প হবেন না। খতিয়ে দেখার জন্য আটকে রেখেছেন বিল। এমনকি বিধানসভায় পেশ করা বিলে বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন। এমনকি নজিরবিহীন ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে বিধানসভার অধিবেশন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এটাই সাংবিধানিক সংকটের প্রাথমিক পর্যায়। এভাবেই চলবে আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। মাঝখান দিয়ে উলুখাগড়ার মতো ভুগতে হবে বঙ্গবাসীকে। বঞ্চনার পরিমাণ আরও বাড়বে। বাড়বে রাজনৈতিক হিংসাও। আগামী একুশে এ থেকে মুক্তি আসবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে।

## চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা

প্রথম পাতার পর

এই ব্যাপারে তৃণমূলের এই প্রধানের নামে পুন্ডিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি, অভিযুক্ত প্রধান যোগেশ বর্মন বলেন, যাদের চাকরি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে তাদের তিনি চেনেন না। তাদের সাথে কোনরকম টাকার কোনও লেনদেন হয়নি তার। তিনি একটি অভিযোগ পুন্ডিবাড়ি থানায় দায়ের করেছেন এই মর্মে যে, রবিবার তার বাড়িতে বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী অতর্কিত হামলা চালায়। পরে তিনি জানতে পারলেন তার করা এই অভিযোগের অভিযুক্তরাই তার বিরুদ্ধে ৪০লক্ষ টাকা কাট মানি নেওয়ার অভিযোগ আনছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন তিনি।

## গাফিলতির অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোচবিহারে স্থানান্তর করা হয়। কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ওই মহিলার মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় মঙ্গলবার মৃত ওই মহিলার বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা দিনহাটার নার্সিংহোম এর সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ উঠে যায়। নার্সিং হোম সূত্রে জানা গেছে তাদের এখানে কোনও রোগীর মৃত্যু হয় নি। ভুল বোঝাবুঝির জন্য সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়।তবে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ জমা পড়েনি।

## শিলিগুড়ি থেকে লংমার্চ কর্মসূচি

প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস নেতা হরিহর রায় সিংহ, মাসুদ হাসান প্রমুখ। লং মার্চের সমর্থনে এদিন দিনহাটা শহরের বাম ও কংগ্রেসের জোটের এই মিছিল শহর পরিক্রমা শেষে শহরের মদনমোহন বাড়ি এলাকায় পথসভা আয়োজিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব এনআরসি বাতিলের দাবির পাশাপাশি কৃষি ও কৃষক কে বাচাতে কৃষি ঋণ মুকুব করা, দিনহাটা ২ ব্লকে অবিলম্বে কলেজ স্থাপন করা, দিনহাটা তে ইনডোর স্টেডিয়াম চালুর দাবি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণ বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে সরব হন বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিনের এই পথসভায় জোট নেতৃত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নানা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

## পুরস্কার বিতরণী



**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গত ২৪ নভেম্বর দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা ও থানা সমন্বয় কমিটি উৎসবের শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার প্রদান ও স্বর্ণালী সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে ২০১৯ সালের শারদ, দীপাবলী, জগদ্ধাত্রী এবং মহরম সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি শেষাদ্রী শেখর মুখার্জী, নোদাখালি থানার আই সি অনিন্দ্য বসু, সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, সদস্যা শিখা রায়, স্বপন রায়, কমলেশ সিং, হেমন্ত কাসওয়ানী, ডাঃ মসিহুর রহমান, রহিম খান প্রমুখ। পুরস্কার প্রদানের পর মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সতীশ জগমীর। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সঞ্চালনায় ছিলেন কুনাল মালিক, তরুণ ঘোষ এবং জুনিয়র মীর।

## শিশুর মানসিক বিকাশে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে চলেছে : বিবিআইটি পাবলিক স্কুল




**নিজস্ব প্রতিনিধি:** যতদিন যাচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের যুগে পৃথিবী চলে আসছে হাতের মুঠোয়। এই সময় দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষার আঙিনায় আধুনিকতার ছোঁয়ার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে স্কুল শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলির অবস্থা তথৈ বচঃ। কতটা ন যযৌ ন তস্থৌ! না হচ্ছে পড়াশোনার পুর্ণ বিকাশ, না হচ্ছে স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ। তাই আমরা শহর ও শহরতলীর স্কুলগুলি পর্যবেক্ষনে মনোনিবেশ করে দেখতে পাই, এই সমস্ত বিষয় গুলিকে মাথায় রেখে দক্ষিন শহরতলীর বজবজ বি বি আই টি পাবলিক স্কুল এক মনোরম পরিবেশে আধুনিক পঠন পাঠনের মধ্যে দিয়ে শিশু মনে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে চলেছে, তা লক্ষ্যনীয়। আমরা বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের অভিভাবক থেকে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে জানতে পারি, তাদের মানসিক বিকাশ ছাড়াও খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে অনান্য স্কুলের থেকে বহুগুন বেশী। শিশুদের মনের কথা এবং তাদের খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষিকারা পঠন পাঠনে এক দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছে। শহর শহরতলীর প্রায় অধিকাংশ স্কুলগুলির পরিবেশ এবং তার পরিকাঠামোর দিক থেকে প্রায় একশো শতাংশ এগিয়ে বিবিআইটি পাবলিক স্কুল। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২১ শে ডিসেম্বর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা সংগঠিত হবে স্কুল ক্যাম্পাসের মাঠে। শিক্ষা শুধু জ্ঞানের বিকাশ নয়, তা শিশুর মানসিক বিকাশের অঙ্গ হওয়া উচিত। যেটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে বি বি আই টি পাবলিক স্কুল।

# ২৫তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা এবার গঙ্গাসাগরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর :** গত ৫ ডিসেম্বর আলিপুরের জেলা বইমেলা নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ। জেলাশাসক পি উলগানাথন, জেলা গ্রন্থ আধিকারিক ডাঃ বাপন কুমার মাইতি এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা ব্যানার্জী প্রমুখ।

জাতি–ধর্ম–বর্ণ–ধনী–দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে গ্রন্থপ্রেমী করে তুলতে লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষের মানসিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে, সার্বিক শিক্ষায় গণচেতনা জাগ্রত করতে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন বিকাশ ও প্রসারের লক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসারের লক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের ব্যবস্থাপনায় এবারের ২৫তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা কাকদ্বীপ মহকুমার সাগর থানার অন্তর্গত সুন্দরবন জনকল্যাণ সংঘ বিদ্যানিকেতন (হাই স্কুল) ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

১০ ডিসেম্বর, ২০১৯ বিকাল ৩টায় ২৪তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলার উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন জনাব সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ (স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত) এবং পরিষদীয় বিষয়ক বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বিমান ব্যানার্জী মহাশয়ের। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে থাকবেন জনাব আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ, শ্রী মন্টুরাম পাখিরা, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুন্দরবন বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জনাব গিয়াসউদ্দিন মোল্লা মহাশয়, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডঃ পি উলগানাথন (আই এ এস), মাননীয় জেলা সমাহর্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সম্মাননীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মনসাদ্বীপ




রামকৃষ্ণ মিশন, সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী জিতাত্মাজিনন্দ মহারাজ ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ, সাগর শাখার মাননীয় অধ্যক্ষ স্বামী স্তপপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ।

ডায়মণ্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাংসদ শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাংসদ শ্রী সি এম জাটুয়া, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতী প্রতিমা মণ্ডল রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শুভাশিষ চক্রবর্তী প্রমুখের গৌরবময় উপস্থিতিতে উদ্বোধনের প্রাকলগ্নে ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থপ্রেমী সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সূচিত হবে ২৫তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মাননীয়া সভাপধিপতি সামিমা শেখ।

এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন শ্রী সমীর জানা, মাননীয় বিধায়ক, পাথরপ্রতিমা, শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র মণ্ডল, মাননীয় কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি এবং শ্রী বঙ্কিম হাজরা, বিধায়ক সাগর ও যুগ্ম সম্পাদক জেলা বইমেলা কমিটি।

কলকাতার বই পাড়ার প্রতিষ্ঠিত ও খ্যতিমান প্রায় ৬০টি প্রকাশন সংস্থা অংশ নেবে, জেলার ক্ষুদ্র পত্র–পত্রিকার জন্য পৃথক স্টল রাখা থাকছে। শিশু, কিশোর, সদ্য–সাক্ষরদের উপযোগী বই সহ সাহিত্যের নানান সম্ভারে সমৃদ্ধ হবে বই মেলা। মেলায় শিশু, ছাত্র–ছাত্রীসহ সমগ্র জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে। জেলার সরকার পোষিত ১২৭টি গ্রন্থাগার সরকার প্রদত্ত অনুদান থেকে ১৭, ৫৮, ১২০ টাকার বই এই মেলা থেকে কিনবে। জেলা বইমেলায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ও জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিকের করণের ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা প্রসার ও প্রচারমূলক তথ্য বিতরণের জন্য স্টল থাকবে।

মেলার বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকবে জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পক্ষ থেকে আয়োজিত প্রদর্শনী স্টল। জেলা গ্রন্থাগারে জমা পড়া ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত জেলার লেখক/প্রকাশক প্রকাশিত ২৭৭টি বই, ১২০টি ক্ষুদ্র পত্রিকা ও ২৬টি সংবাদপত্র এবং সুন্দরবনের ওপর বই, পত্রিকা ছবি ও তথ্যপুস্তিকা প্রদর্শিত হবে। জেলা গ্রন্থাগারে দান হিসাবে জমা পড়া জেলার শেষ তিন বছরে প্রকাশিত বই ও পত্রিকার তালিকাও প্রকাশিত হবে।

মেলার মাঠে মোট পাঁচদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, নাটক ও স্থানীয় গণসংস্কৃতি প্রাধান্য দিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গত বছরের জেলা বইমেলায় সরকার প্রদত্ত অনুদান ছাড়াও আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার বেশি বই বিক্রি হয়েছে।

# মহানগরে

## গরিব উদ্বাস্তুদের আবাসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতার গরিব মানুষদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিতে, সরকারি খাস জমিতে, দীর্ঘদিন বসবাস করার জন্য এবং জবরদখল করে বসবাস করার জন্য কলকাতা মহানগরে জমির 'পাট্টা' (জমির ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয় দলিল) বিলির বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার সহায়ক ভূমিকা নেওয়া উচিত। অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে পুর বামফ্রন্ট নেত্রী তথা ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পুর প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার বলেন, শহরের বুকে আবাসন একটা ভীষণ সমস্যা।

প্রতিদিনই মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসছে। বহু বছর ধরে যেভাবেই মাথা গুঁজে থাকছে। শহরের বুকে কিছু কিছু সরকারি ঘাস জমি আছে। জবরদখল জায়গা। বহু বছর যাবৎ এমনভাবেই আছে। এমন কী কলোনিগুলিতেও উদবাস্তুদের দলিল দেওয়া হয়েছে। উদবাস্তুদের দলিল দেওয়ার পর দেখা গেল বিভিন্ন কলোনিতে বা সরকারি জমিতে, প্রকৃত উদবাস্তু যাঁরা নয়, গ্রাম থেকে যাঁরা শহরে চলে এসেছে। অর্থাৎ শহুরে উদবাস্তু। তাদের পাট্টা দেওয়া হোক। আমার ওয়ার্ডেই ২০১০-এর আগে বিভিন্ন কলোনিতে 'ইউসিআরসি' মাধ্যমে দলিল দেওয়ার পর, কিছু এপার বাংলা কিছু অবাঙালি ছিল। ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতরের কাছে এই ব্যবস্থাগুলি 'এনলিস্ট' হওয়া উচিত। যে এই রকম পরিবার কত বছর ধরে আছে। ৯৯ বছরের লিজে জমির পাট্টা বিলি বন্টন করা হোক, যেমন- 'ইউ সি আর সি' আছে। যেমন গ্রামে স্বামী স্ত্রী'র যৌথ পাট্টা চালু ছিল, সেটা আবার চালু করা হোক। তাহলে মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁইটা নিশ্চিত ভাবে হবে।

প্রস্তাবের জবাবি বক্তব্যে, মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, পূর্ব কলকাতার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের মুকুন্দপুর এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী কলোনির বসবাসকারী-দখলদারীদের যে জমির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই বিষয়ে 'ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনে'র সঙ্গে রাজ্য সরকারের এক সভার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশদ তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে এবং কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ওয়ার্ডে সরকারি খাস জমির তথ্য জানানোর জন্য পুরসংস্থার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে অনুরোধও করা হয়েছে। এই বিষয়ে জানানোই আমরা রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটা স্কিম করেছেন। যেমন - 'নিজ গৃহ, নিজ ভূমি'। আরেকটা যেমন-শহরাঞ্চলে যেহেতু জমির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এবং বসবাসের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আরেকটা স্কিম হয়েছে। মহানাগরিক বলেন, আমার নগরোন্নয়ন দফতরই প্রায় পুরোটা দেখছে। সেটা হল 'বাংলার বাড়ি'। এবং সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের জানাই, 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বর্তমান বছর অন্তত ১০ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করার একটা লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। এবং সেটা করার জন্য শহরাঞ্চলের সমস্ত খাস জমিতে বিশেষ করে 'ঠিকা টেনেন্সি'র জমিতে যাতে 'বাংলা বাড়ি' করা যায়। আপনারা জানেন, যে কিছুদিন পূর্বে 'ঠিকা টেনেন্সি' আইনটিকেও পরিবর্তন করা হয়েছে। যাতে গরিব মানুষ 'লোন' নিয়ে তাঁরাও বাড়ি করতে পারে এবং আমরা একে বারেও যাঁদের থাকার জন্য কোথাও গৃহ নেই। সেই গৃহহীন মানুষদের পাশে দাঁড়ানো এটা আমাদের একটা কর্তব্য, এবং নিশ্চিতভাবে এই কাজটা আমরা করবো। আমি এ বিষয় স্বপন বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম, 'ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টে'র কাছে গিয়ে, যাতে এটা দ্রুততার সঙ্গে হয়। সেই পাট্টার ব্যাপারটা করবো। কারণ এই মুহূর্তেই পাট্টা করছি না, তার কোনও কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ যাতে জমির পাট্টা নিয়ে নিজের সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারে। তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, কলকাতা পুর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে কারা 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন? পুরসংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কল্যাণমূলক পরিষেবা দফতরের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মানুষজন এই সুবিধা পেতে পারেন। ২০১১-র ১৮ অক্টোবরের চালু হওয়া এই পুনর্বাসন প্রকল্পে কলকাতার বাসিন্দাদের পুরসংস্থার আবাসন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

## চাকা এবং অ্যাক্সেল বিভাগের সাফল্য

**পিআইবি:** দুর্গাপুর ইস্পাত প্ল্যান্ট ভারতীয় রেলের জন্য চাকা তৈরি করে থাকে। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় রেলের বিভিন্ন ধরণের চাকা এবং অ্যাক্সেল রপ্তানী করে আসছে দুর্গাপুর ইস্পাত প্ল্যান্ট। ভারতীয় রেলের চাহিদা মতো তাদেরই সহায়তায় বছরের পর বছর ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত প্ল্যান্ট উন্নত ধরণের চাকা তৈরি করে থাকে। ২০১৯ এর নভেম্বরে দুর্গাপুর ইস্পাত প্ল্যান্ট ভারতীয় রেলে ৫ হাজার ৪টি চাকা এবং ১ হাজার ২৪টি অ্যাক্সেল সরবরাহ করেছে। এরমধ্যে ডাব্লুএজি৯ হুইলসে ১ হাজার ৯৯০টি চাকা রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে দুর্গাপুর ইস্পাত প্ল্যান্ট ৬ হাজার ৭১৫টি চাকা ভারতীয় রেলে সরবরাহ করেছিল। চলতি অর্থবর্ষে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৮০৯টি। এলএইচবি (হুইলস) চাকা তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যেই এই ইস্পাত প্ল্যান্ট দ্বিতীয় বরাত পেয়েছে।

## ৭ ডিসেম্বর নতুন জিএসটি রিটার্নের বিষয়ে জিএসটি প্রদানকারীদের ফিডব্যাক দিবস

**পিআইবি:** পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) জমা দেওয়ার নতুন পদ্ধতি (ফর্ম জিএসটি অ্যানেক্সচার ১ ও ২) আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হবে। জিএসটি প্রদানকারীদের এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামীকাল ৭ ডিসেম্বর জিএসটি ভবনে (১৮০ রাজডাঙ্গা মেইন রোড, শান্তিপল্লী, কলকাতা - ৭০০১০৭) মতামত প্রদান দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। জিএসটি প্রদানকারীদের অফলাইনে কর দেওয়ার প্রক্রিয়াটি পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে দেখানো হবে যা www.gst.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যাবে। কর প্রদানকারীরা এই পরীক্ষামূলক উদ্যোগের বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানাবেন। এই মতামতগুলি জিএসটি প্রদানের নতুন ব্যবস্থা চালুর আগে যথাযথভাবে বিবেচিত হবে।

## পাতলা প্লাস্টিক রুখতে নজরদার পুরবাসী–সঙ্গে নগদ পুরস্কার

**বরুণ মণ্ডল :** ৫০ মাইক্রনের কম পুরু যে কোনও পাতলা প্লাস্টিক সরবরাহকারীকে মাল সমেত কলকাতা পুর এলাকার যে কোনও জায়গা থেকে ধরিয়ে দিলে নগদ ২০০০ টাকা হাতে গরম পুরস্কার দেওয়া হবে। যোগাযোগ চেতলা সেন্ট্রাল রোডস্থিত 'কে আই টি' মার্কেটের বিপরীতস্থিত ৮২ নম্বর ওয়ার্ড অফিস। হাসি নয়, সত্য। পাতলা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে জিনিস বিক্রির খবর দিন। এই ঘোষণা খোদ কলকাতা পুরসংস্থার। গত ১ ডিসেম্বর রবিবার থেকে ৫০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ রোধে কলকাতা পুরসংস্থা এমনই নয়া পদক্ষেপ করছে। এমনই উদ্যোগ এদিন থেকে সূচনা হল চেতলার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানকার পুরপ্রতিনিধি খোদ কলকাতা মহানগরের মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ হাকিম। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে পুরবাসীদের সচেতন করতে কলকাতার উত্তরে কাশীপুর-সিঁথি থেকে দক্ষিণে জোকা, পূর্বে আনন্দপুর থেকে পশ্চিমে মেটিয়াব্রুজের মধ্যস্থিত ১৪৪টি ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে হোর্ডিংও লোটকে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ পাতলা প্লাস্টিক রোধে নগদ অর্থ পুরস্কার চালু করার পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে কলকাতা পুরসংস্থার পরিবেশ দফতর বাড়তি

উদ্যোগ নিচ্ছে। এজন্য কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'র সহযোগিতায় কলকাতা পুর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের যে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে, যার কোনওটিতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে 'এই নিন ক্যারিব্যাগে আপনার আনাজপত্র', 'ক্যারিব্যাগ নেবো না ২০০০ টাকা জরিমানা দেবো না', 'কলকাতা মহানগরকে সাফসুতরো পরিচ্ছন্ন নির্মল রাখতে আপনার বাড়ির সমস্ত পাতলা ৫০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক, জলের প্লাস্টিকের গ্লাস, প্লাস্টিকের চায়ের কাপ, থার্মোকলের থালা-বাটি বাড়ির অন্যান্য জঞ্জাল এক জায়গায় জমা করুন। পুরসংস্থার আবর্জনা সংগ্রাহককে জমা দিল।' প্লাস্টিক গাড়ির টায়ার-টিউব পোড়ালে তা থেকে যে ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন হয়, তা থেকে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ হবে। হোর্ডিংয়ের কোনওটাতে আবার 'পুকুরে-খালে-নিকাশি নালায় প্লাস্টিক-থার্মোকল-অন্যান্য জঞ্জাল ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ।' 'অবশ্যই পাতলা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নয়, বাজারে পাটের থলে ব্যবহার করুন।' 'মানুষের বাসযোগ্য কলকাতা গড়তে প্লাস্টিক বর্জন অভিযানে সামিল হোন।' পুরসংস্থার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে পরিবেশ দফতরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'কলকাতায় যতো সংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ের দোকান আছে, তার সব ক'টিতে সর্বত্র নজরদারি চালানো পুর আধিকারিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যই তো পুরসংস্থা নজরদার হিসেবে কলকাতার সমাজ সচেতন শিক্ষিত সাধারণ নগরবাসীকে একাজে যুক্ত করতে চাইছে। নগদ ২০০০ টাকা পুরস্কার থাকায় পুরবাসী উৎসাহ পেয়ে বেআইনি পাতলা প্লাস্টিকের ব্যাপারে পুর সংস্থায় তথ্য দেবেন। তাহলে পুরবাসী কোথায় তথ্যটি সরবরাহ করবে? ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে চেতলা সেন্ট্রাল রোডস্থিত ওয়ার্ড অফিসে অভিযোগ করা যাবে বলে ওই ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় পুরভবন সূত্রের খবর, এই সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য খুব শীঘ্রই বিশেষ নম্বর চালুর পরিকল্পনা স্থির হয়েছে। বেআইনি পাতলা প্লাস্টিক যারা বিক্রি করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে 'কলকাতা পুরনিগম আইন, ১৯৮০' মেনেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এদিকে কলকাতাস্থিত পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, 'এই প্রশংসনীয় পরিকল্পনা সঠিক রূপে প্রয়োগ হচ্ছে কী না সেটিকেও নজরদারি চালাতে হবে কলকাতার কিছু সমাজ সচেতন নগরবাসীকে। পুর পরিবেশ দফতরের আরেক আধিকারিকের বক্তব্য, পাতলা প্লাস্টিক লুকিয়ে চুরিয়ে কলকাতাস্থিত যেসব কারখানায় তৈরি হচ্ছে গোপনসূত্রে অর্থের লোভ দেখিয়ে সে খবর বার করে, সেই সব কারখানায়ও পুর সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হবে। যেমন রূপেই হোক না কেন, পুর আধিকারিকরা এবার পাতলা প্লাস্টিক রোধে একাচেটিয়াভাবে বদ্ধপরিকর।

## মৎস্যজীবীরাও নৌসেনার অঙ্গ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১৯৭১ সাল করাচিতে পাকিস্তানের আক্রমণ। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং জিতে ফেরা। সেই দিনটি ছিল ৪ ডিসেম্বর। তখন থেকেই ওই দিনটিকেই 'ভারতীয় নৌবাহিনী দিবস' হিসাবে পালন করা হচ্ছে। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। ৪ ডিসেম্বর সাড়ম্বরে পালিত হলো 'ভারতীয় নৌবাহিনী দিবস'। কলকাতায় আইএনএস নেতাজি সুভাষ কার্যালয়ে বাহিনীর কর্তারা বার্তা দিলেন, 'সবাই নিশ্চিন্তে থাকুন, নৌবাহিনী সদা সকলের জন্য জাগ্রত।' পশ্চিমবঙ্গের 'ওয়ারশিপ প্রোডাকশন' সুপারিনটেন্ডেন্ট কমান্ডার জয়ন্ত চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের নেভাল-অফিসার-ইন চার্জ কমান্ডার সুপ্রভ দে এবং পশ্চিমবঙ্গের নৌসেনার মুখ্য আধিকারিক ক্যাপ্টেন এন হরিহরণ বলেন, স্বাধীনতার পর ছিল মাত্র ৩৩টি যুদ্ধ জাহজ কিন্তু বর্তমানে আমরা অনেকটাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি।

আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়েছে যুদ্ধ জাহাজ। বিভিন্ন প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে যাতে নজরদারি নিখুঁত ভাবে করা যায় যাতে আরও মজবুত হয়। বিভিন্ন সফট ওয়্যারের মাধ্যমে আধুনিক ভাবে নজর রাখা চলছে পুরো জলপথে। এছাড়াও তারা কলকাতাবাসীর জন্য এক আনন্দ সংবাদ দেন। তারা বলেন, কেএমডিএ-র তত্ত্বাবধানে টিইউ১৪২ যুদ্ধ বিমানের মধ্যে এক সংগ্রহশালা তৈরি হবে যেখানে থাকবে সেনাদের বিভিন্ন সামগ্রী।

এটি তৈরি হচ্ছে নিউ টাউনে। তারা এও বলেন, মৎস্যজীবীরাই হলো নৌসেনার মেরুদণ্ড। কারণ জলপথে সন্দেহজনক কিছু দেখলে তারাই খবর দেয় নৌসেনাদের। এছাড়াও নৌসেনারা বিভিন্ন স্কুলে পৌঁছে যাচ্ছে তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হয় নৌসেনায় যোগ দিতে।

নৌসেনা দিবস উপলক্ষে ১৪ তারিখ এক যুদ্ধ জাহাজ আসবে খিদিরপুর ডকে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পাবে সেই জাহাজটি দেখবার। দেশ গড়ার কাজ দেশ রক্ষার কাজে নৌসেনাদের উদ্বুদ্ধ করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। তাই এই নৌসেনা দফতর সুভাষময়। প্রত্যেকটি দেওয়ালে নেতাজির ছবি তাদের কাজ করার শক্তি যোগায়।

## বাপরে কি ডানপিটে...

**মাঝেরহাট ঃ** কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের চূড়ান্ত মানসিক দ্বন্দ্বের ফলেই দীর্ঘ ১৫ মাস যাব মূল কলকাতার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বেহালা-ঠাকুরপুকুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সংযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাঃ হাঃ রোডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। সে সূত্রেই নির্মীয়মাণ মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভার ব্রিজের কাঠামো দিয়ে অত্যন্ত বিপদজনক ভাবে চলছে যোগাযোগ। ছবি: অরুণ লোধ

## প্রযুক্তি হস্তান্তর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সিএসআইআর- সিএমইআরআই দুর্গাপুর তাদের আধুনিক জল শুদ্ধিকরণ যন্ত্রের প্রযুক্তি পুনে এবং দিল্লির দুটি কোম্পানির হাতে তুলে দিল তারা। এ বিষয়ে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে এই আনন্দ সংবাদ দিলেন প্রফেসর ড. হরিশ হিরানী। নতুন প্রযুক্তির এই জল শুদ্ধিকরণ যন্ত্রটি প্রতিদিন প্রায় ১৫ থেকে ১৭ হাজার লিটার জল শুদ্ধ করতে পারবে, যা আনুমানিক ৩ হাজার লিটার প্রতি ঘন্টায় হবে। এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ওপরের জল শুদ্ধিকরণ সম্ভব। পাম্পের মাধ্যমে জল নিয়ে সেই জল শুদ্ধকরণ করা যাবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও এদিন মুম্বাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠানকে মাইক্রো মেশিন প্রযুক্তির হস্তান্তর করা হয়। যার সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জিনিস তৈরি করা যাবে আরও সুন্দরভাবে।

# সুন্দরবনের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করবে

**প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস :** সুন্দরবন অঞ্চলের নারকেল, তাল, খেঁজুর, সুন্দরী, গড়ান, কেওড়া, হেন্তাল গাছ চির আকর্ষণীয় সবুজায়ন। তার সঙ্গে লবনাক্ত, এঁটেল মাটির গন্ধে মৎস্য সম্পদ এখানকার প্রধান সম্পদ। এর সঙ্গে দিন দিন বেড়ে চলেছে আর্ন্তজাতিক পর্যটন শিল্প।

এখানকার খেজুর গুড় অতি উপাদেয়। অক্সিন প্রয়োগ করে খেঁজুরের উন্নতি ঘটালে ফলের বাজারও চাঙ্গা হতো। এখানকার তাল গুড় হাঁপানী, স্মৃতিহীনতা ও কিডনি রোগের হিতকারী। তাল বীজ শ্বাস জ্যাম জেলিও খুব উপকারী ক্যালসিয়াম পূর্ণ। তালগুড় অনুরূপ নারকেল গুড় প্রস্তুতি এখানকার মৌলিকত্ব। এই গুড় কোনও গর্ভিনী আধ কেজিও খেয়ে থাকলে তার সন্তান ফর্সা ও চিরকাল মেদ, সুগার, কিডনী রোগ, চর্ম রোগ, দন্ত রোগ ও হাঁপানি রোগ থেকে মুক্ত থাকে। পরীক্ষিত। হয়তো এখানকার মৌলিকত্ব ধানকে জলে ভিজিয়ে নরম করে সিদ্ধ করে শুকিয়ে তার তুসের তেল চালের মধ্যে ঢুকিয়ে পুষ্টি গুন বাড়ানোর প্রাচীন বিজ্ঞান প্রযুক্তি। কাঁচা মিঠা আম স্যালাড করে খেলে মেদ ও সুগার রোগ নির্মূল হতে বাধ্য।

এখানকার এঁটেল মাটি শুকালে অতি শক্ত ও সাদা সুন্দর। এতে চুন ও গুড় জল মিশিয়ে পুড়িয়ে জৈব তেল (ডালডা) লেপে দিলে দিন দিন আরও শক্ত ও লবণাক্ত প্রতিরোধী হয়। এর ব্যবহার যেন বিকল্প মার্বেল পাথরের তক্তার মত। ঘরের দেওয়ালে অনুরূপ করা গেলে মাটির ঘরও চিরস্থায়ী হতো। অনুরূপ ভাবে কাঠ পাকা চুনের তক্তা গৃহস্থলীতে সহায়ক হবে।

এখানকার মাটি অতি উর্বর। চারা লাগানোর

### মাটি ও মানুষ

সময় কিছুটা পোড়া মাটি বা ইঁটের গুড়ো মাটিতে মিশিয়ে লাগালে যে কোনও উন্নত গাছ তথা শ্বেতচন্দন, কাঁচা মিঠা আম, ডোরিয়ান কাঁঠাল, লাল কুল, রকেট ফল, আঙুর, আপেল, ন্যাসপাতি, কমলা, অ্যাভোগাডা, মিষ্টি তেঁতুল, মিষ্টি কয়েদবেল, ছোট পাতা পেস্তা, আপেল-ডালিম, কাজু, আম কাজু, আখরোট, বড় ফলসা, কফি, জায়ফল, লবঙ্গ প্রভৃতি অনায়াসে হতে পারে। শুধু জলে ডোবা থেকে রক্ষা করতে হবে।

তাছাড়া নন্দনকাননের ক্যাকটাস বনে দুটি বৃহদাকার বৃক্ষ বেগুন আছে (যেগুলি বহুবর্ষজীবী, বারমাস ফল হয়, ফলে পোকা হয় না, চারা কম

হয়, ঔষধ প্রয়োগে তা সম্ভব), তার বিস্তার এই অঞ্চলে যত্রতত্র বা বনভূমিতে ঘটালে পশুপাখি মানুষের কল্যাণে এক অনন্য বনজ সম্পদ হতে পারে, সন্দেহ নেই।

এখানকার লবণাক্ত পরিবেশে ওড়িশার চিল্কা হ্রদের মহিষ প্রজাতি (লবণাক্ত খাবার খেয়ে নিরোগ প্রজাতি, প্রতি দেড় বছরে বাচ্চা দেয়)-র পালন অতি সুলভ হতে পারে। উন্নত প্রজাতির সংকরায়ণে দুগ্ধ শিল্পের নূতনত্ব ঘটবে, যার বাজার কলকাতা, ভারতে প্রধান দুগ্ধ চাহিদা শহর।

এখানে প্রচুর লতা মাচা আলু হয়ে থাকে। যে কোনও আলু সিদ্ধ করে তাতে চুন ও গুড় মিশিয়ে (সামান্য) এবং প্রয়োজনীয় থিনার মিশিয়ে পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিক হতে পারে। তাছাড়া এখানে প্রচুর অনাদরে ঘৃতকুমারী হয়ে থাকে যা প্লাস্টিকে মেশালে অদাহ্য প্লাস্টিকও হতে পারে।

এখানে পোল্ট্রি চাষের অতি সুযোগ রয়েছে। মাছের বর্জ্যাংশ ও ভিটামিন 'ই' যুক্ত ভুট্টা পোল্ট্রির প্রধান খাদ্য উপাদান। পারা দ্বীপ হয়ে মধ্য ভারত থেকে সুলভে এই ভুট্টা পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া গোবর ও মাছের বর্জ্যাংশ মিশালে শুকনো গোবর কিছু মাছের উৎকৃষ্ট খাবার।

এখানে মৎস্য রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে শুকনো মাছের বাজারও কম নয়। তবে উন্নত প্রযুক্তির অভাবে কোলেস্টেরল কম, তৈলাক্ত কম, অধিক প্রোটিন যুক্ত উপাদেয় শুকনো মাছের জনপ্রিয়তা ম্রিয়মান। যদি কাটা ধোঁয়া মাছ প্রেসার কুকারে জালির উপর রেখে জলযুক্ত ভাবে সিদ্ধ করে, অতিরিক্ত জল ও তৈলাংশ ঝরিয়ে, ঠাণ্ডা করে পাতলা বেসন জল দ্রবণে স্প্রে শুকনো দুর্গন্ধ, মাছি দূষিত বা ফাংগাস যুক্ত হতে পারে না। শুধু নরম জলে ভিজিয়ে ধুলে দুর্গন্ধমুক্ত উপাদেয় উত্তম প্রোটিন যুক্ত শুকনো মাছ জনপ্রিয়তা পাবে, সন্দেহ নেই। উক্ত সিদ্ধ ঠাণ্ডা মাছকে পাত্রে রেখে কাঁচা তেল ভরে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। এভাবে মাংসাদিত প্রাকৃতিক সংরক্ষণ করা যায় এবং উক্ত তৈল ও সিদ্ধ করার সময় বর্জ্য তৈল ও বিভিন্ন ক্ষেত্রেও রান্নার কাজে ব্যবহার হতে পারবে।

অবশেষে বলা যায়, সুন্দরবনে পানীয় লবণ মুক্ত জলের খুবই অভাব। ফলে দৈনন্দিন কিডনি রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জলের লবণাক্ত মুক্ত করে অতি সুলভে ইজরায়েল প্রযুক্তিতে যদি মিষ্টি জলের চাহিদা মেটানো যেত, তাহলে সুন্দরবন লক্ষ্মী সুন্দরী আর্ন্তজাতিক মহিমা প্রাণ খুলে মেলে ধরতে পারতো, সগর্বে বলা যায়।

# মাঙ্গলিকী

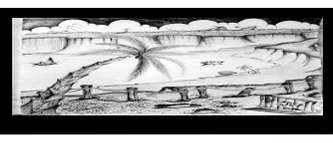

## মঞ্চ কাঁপানো যাত্রা শিল্পীদের জীবন কাটছে অবহেলায়

**মলয় সুর, হুগলি :** একসময় শীতের মরশুমে তাদের জন্য দর্শকরা রাতের পর রাত জেগেছেন। ছুটে গেছেন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে গ্রামে। শুধুমাত্র তাদেরকে একটু দেখবেন বলে, তাদের গলা থেকে মঞ্চ কাঁপানো সংলাপ শুনবেন বলে। অথচ জীবনের শেষ দিনে পৌঁছে তারাই এখন অর্থকষ্টে জর্জরিত হয়ে অথর্বের মতো জীবন যাপন করছেন। উনি হলেন একসময়ের মঞ্চ কাঁপানো অ্যামেচার যাত্রাশিল্পী সন্তোষ বিশ্বাস। এক সময় যাত্রায় অভিনয়ের পর প্রচুর যাত্রার বইও লিখেছেন। যাত্রাশিল্পী সন্তোষ বিশ্বাসের আদি বাড়ি নদিয়াতে। ১৯৮৩ সাল নাগাদ হুগলিতে জীবন পালের বাগানে মিলন সিনেমার কাছে টালির ছিটে বেড়া ঘরে থাকতেন। প্রথম জীবনে তিনি নদিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। সেখানে তিনি ১৯৭০ সাল থেকে ৮২ পর্যন্ত (১২ বছর) ছিলেন।

এরপর সেখান থেকে হুগলিতে বসবাস করতে থাকেন। এখানে এসেজিএফআই লিমিটেড মানি ব্যাক পলিসি কোম্পানিতে প্রায় দশ বছর কাজ করেন। এই হুগলিতে থাকাকালীন সন্তোষ বাবুর যাত্রায় আসার ঘটনাও কম নাটকীয় নয়। তিনি অ্যামেচার যাত্রায় অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম পালা ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি পয়সা'। তারপর 'নাচমহল', এরপর 'অশ্রু দিয়ে লেখা' 'হাসি হাটে কন্যা'– সব কটিতেই নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন। সেইসময় প্রত্যেকটি পালা গ্রামেগঞ্জে সুপার ডুপার হিট হয়। এমনিতে সন্তোষবাবুর রক্তে অভিনয় প্রতিভার দক্ষতা রয়েছে। এই পালাগুলিতে অভিনয়ের পর সকলের মুখে মুখে তাঁর প্রশংসা তাকে যাত্রাদলমুখী করে তোলে। শুধু অ্যামেচারেই নয়। কলকাতার চিৎপুরে নামী দলেও তিনি তার দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর স্ত্রী মেনকা বিশ্বাস, দুই মেয়ে বিবাহিত এক ছেলে বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন, সে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবু ছেলে ফিরেও তাকান না বাবা-মায়ের সংসারের দিকে। ফলে বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কিন্তু জীবিকা নির্বাহের তাগিদে সন্তোষবাবু যাত্রাপালার বই লিখেছেন। তাঁর লেখার দক্ষতায় সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৯২ সালে তাঁর প্রথম লেখা বই 'এ যুগের অর্জুন', দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় 'আগামী পৃথিবী তুমি শোন, তৃতীয় 'বাবার পায়ে শেষ প্রণাম', চতুর্থ বই 'সত্যের মঞ্চে মিথ্যার ফাঁসি'। এরকম ১৬২টি যাত্রা জগতের বই লিখে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। তিনি তার অভিনয় গুণে শিল্পীর দক্ষতা অন্যদিকে লেখক হিসাবে সমান পারদর্শিতার পরিচয় রাখেন।

সেইসময়ে বরং জীবনের বাঁচার রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন। বলা ভালো সংসার চালানের জন্য এই যাত্রা জগতই সন্তোষের সঙ্গী ছিল। সব মিলিয়ে সংস্কৃতির জগতে কেটে গেছে তাঁর জীবন। এখন সন্তোষের ৬৬ বছরে দিব্যি হেঁটে চলে বেড়ান। সন্তোষের সাত বছর বয়সে হারমোনিয়ামে হাতেখড়ি। এখনও গ্রামের দিকে কোথাও যাত্রাপালার আসর হলে ডাক পড়ে। নিজেই বললেন, কোনও সংস্থা তাঁর পরামর্শ নেওয়ার জন্য ছুটে যান। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন। অথচ এখন মোবাইল, ইউটিউব যুগে আধুনিকতার ছোঁয়ায় গ্রাম গঞ্জ থেকে যাত্রাপালা শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে তিনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেন। তিনি যাত্রা শিল্পে দুঃস্থ শিল্পী ও কলা কুশলীদের জন্য এককালীন ভাতার ব্যবস্থা করার জন্য। কারণ বাম আমলে এই ধরনের উদ্যোগ ও সম্মান যাত্রা শিল্পীরা পাননি।

তিনি ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি থেকে ৮ হাজার টাকা এরপরের বছর ৯ হাজার ও ১৫ হাজার টাকা পান। কলকাতার চিৎপুরের গদিঘরে যাত্রার সংখ্যা কমে গিয়েছে। সিরিয়াল, মোবাইলের দাপটে যাত্রায় আগ্রহ আর নেই। এদিকে মিনি চিৎপুর বলে খ্যাত চাকদহে একই হল বুকিং অফিসের। চাকদহ স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাইরে ১৫টি গদিঘর ছিল। এখন সবেধন নীলমণি একটি মাত্র। যাত্রা প্রেমীরা আর বায়না করছে না।

সন্তোষ একদিন অ্যামেচার যাত্রাকে তাঁর অসামান্য অভিনয়ের মাধ্যমে শিল্পের স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই তাঁরাই আজ ব্রাত্য হয়ে সহায় সম্বলহীন ভাবে অসহায় দৃষ্টিতে সময় কাটাচ্ছেন।

## সাইকোলজি নিয়ে নাটক রক্ষিতা

**বাবুল কৃষ্ণ দে :** একেবারে সাদামাটা কাহিনী। অভিনয় ও প্রয়োগ গুণে কিছুটা ভিন্ন মাত্রা পেয়ে গিয়েছে, দমদম কারুরঙ্গের সময়ের নাটক রক্ষিতা। রক্ষিতা শব্দটির সংজ্ঞা বা ব্যাকরণ গত অর্থ নিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন বোধ করছি না। সাধারণত যিনি রক্ষা করেন, তিনি রক্ষক, আর যাকে রক্ষা করেন তিনি পুরুষ হলে রক্ষিত বা আশ্রিত, আবার তিনি মহিলা হলে, রক্ষিতা বা আশ্রিতা। তবে একথা ঠিক রক্ষিতা শব্দটিকে একবিংশ শতকেও সমাজ লঘু অর্থে ব্যবহার করে থাকে।

এবারের নাটকের কাহিনীতে আসি। নাটক দেখতে দেখতে জানতে পারি মণিময় একজন রিটায়ার্ড জজ, তার পুত্র শুভ, পুত্রবধূ পূর্ণা বর্তমানে বাঙ্গালোরে থাকে। অবশ্যই চাকরি সূত্রে। মেয়ে মৈত্রেয়ী ও জামাই জয়ন্ত। এদের নিয়েই মণিময়ের হাসিকান্নায় কেটে যাচ্ছিল দিন। কিছুটা তাল কেটে যায় মণিময়ের স্ত্রীর আকস্মিক প্রয়াণে। মেয়ে মৈত্রেয়ীর বিয়ে হয়ে যায় এবং শুভ চাকরি সূত্রে ব্যাঙ্গালোর বাসিন্দা। ফলত মণিময় বড় একা হয়ে পড়ে। মানুষের পক্ষে একা বাঁচা বড়ই কষ্টের। ধীরে ধীরে মণিময়কে হতাশা গ্রাস করতে থাকে, ঠিক এই সময়েই পরমা তার জীবনে আসে অনেকটা দমকা হাওয়ার মতো। এই পরমারও স্বামী পুত্র নিয়ে ওর ভরা সংসার ছিল। বেড়াতে গিয়ে পাহাড়ের ধ্বস নেমে আসে ওদের গাড়ির উপর সকলেই মারা যায় শুধু পরমা বেঁচে যায়। সুস্থ হয়ে পরমা তার সাদার্ন অ্যাভিনিউর বাড়িতে ওদের দেখাও হয়তো হয়েছে কিন্তু কোনও কথা বলা হয়ে ওঠে নি। সে ব্যবধানও একদিন ঘুঁচে গেল। একদিন পরমা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় মণিময় ও তার বন্ধুরা তাকে ধরাধরি করে কাছাকাছি কোনও নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তোলে তারপর জানতে পারে মণিময়ের পরের গলিতেই পরমা একা বাস করে। স্বভাবতই পরমাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব মণিময়ের ঘাড়েই পড়ে। সেই প্রথম মণিময়ের পরমার বাড়িতে আসা। এভাবেই খোঁজখবর নিতে এবং কিছুটা একাকিত্ব ঘোঁচাতে মণিময় মাঝে মাঝেই পরমার বাড়িতে আসা যাওয়া করতে থাকে। দুজনেই দুজনকে বুঝতে পারে। মণিময় বুঝতে পারে পরমাকে এখন উপেক্ষা করা খুব কঠিন। কারণ পরমাই তার জীবনে বয়ে এনেছে স্নিগ্ধ মলয় বাতাস।

দুজনেই দুজনের পরিপূরক হয়ে ওঠে। ওরা সিদ্ধান্ত নেয় এবার থেকে ওরা একসঙ্গেই থাকবে। মণিময়ই পরমাকে অনেকটা জোর করেই তার বাড়িতে নিয়ে আসে। একসময় মণিময় ঠিক করলো এবার ওরা সব কিছু জানিয়ে দেবে পুত্রকন্যাকে। সেই মতো চিঠি লিখে বা মোবাইল মারফৎ সকলকে জানিয়ে দেয়, একবার আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

সকলেই এসে হাজির। কি ঘটবে? কি ঘটতে পারে? চলছে তার কাটাছেঁড়া। ছেলে-বৌমা তো মণিময়ের অনুপস্থিতিতেই মণিময়কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। কন্যা মৈত্রেয়ী জামাই জয়ন্ত কিন্তু সহৃদয়তা ও বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে চায়। তারপর মণিময় এসে উপস্থিত হয়। নাটক তখন একেবারে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায়। তারপর কি হল? সেটা জানতে গেলে একবার নাটকটি দেখতে হবেই।

অভিনয় প্রসঙ্গে দু চারটি কথা না বললেই নয়। জামাই জয়ন্ত চরিত্রে জয়ন্ত দাস মেয়ে মৈত্রেয়ী চরিত্রে আত্রেয়ী বণিক সুন্দর মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিলেন। স্বাভাবিক অভিনয়। পুত্র শুভ চরিত্রে সুপ্রভাত ঘোষ বেশ সপ্রতিভ। ওর অভিনয়ের ম্যাচুরিয়িটি ধীরে ধীরে বাড়ছে। সুপ্রভাত চরিত্রটা ধরতে পেরেছে। বৌমা পূর্ণার ভূমিকায় শ্রীতমা মুখার্জী অসাধারণ। ওর মাথায় বারুদ আছে। ঠিক মতো ঘসা দিতে পারলে দাবানল সৃষ্টি হতে পারে।

সবশেষে পরমা চরিত্রে বিদিশা চক্রবর্তী এবং মণিময়ের ভূমিকায় নির্দেশক মুক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় বেশ সংযমী চরিত্রায়ণ করে দেখালেন, যেটা এ নাটকে ভীষণ দরকার। উপসংহারে একটা কথা বলছি ওয়েব লেংথে মিলে গেলে মানসিক বন্ধন তৈরি হতে সময় লাগে না। সব সময় দুয়ে দুয়ে চার হয়ত মিলবে না, কিন্তু জীবনের ছন্দে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সেরা সংলাপ– 'রিটায়ার্ড হওয়ার পরে হিউম্যান সাইকোলজি দিয়ে বিচার করি। জুডিসিয়াল সেট আপ, সাক্ষ্য প্রমাণ, এক্সিবিট, আরগুমেন্ট এই সব দিয়ে নয়।' আবহে গান গুলির ব্যবহার খুবই সপ্রযুক্ত। বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও কিংবা আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার গান দুটি ভাল প্রয়োগ। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে দর্শকের অসুবিধা হয় মনে রাখতে হবে। অ্যামেচার সুলভ গন্ধ এখনও গেল না? এটা খুব দুঃখের ব্যাপার। পরবর্তী সময়ে আর যেন না হয়।

## লায়ন্স ক্লাবের ব্লাড ব্যাঙ্ক উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৪ নভেম্বর ২০১৯ শখেরবাজার ৪৮ সন্তোষ রায় রোডে লায়ন্স ক্লাব তার ক্যালকাটা সাউথ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে একটি নতুন ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্বোধন হল। ব্ল্যাড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সুজিত কুমার ঘোষ জানালেন যে দিনরাত ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে মানুষের পরিষেবায়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধক ছিলেন বাংলা দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা লায়ন্স ক্লাবের ইন্টার ন্যাশনাল ডাইরেক্টর কাজী আক্রমদ্দিন আহমেদ। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মিক বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেন। এবং এই ব্লাড ব্যাঙ্ককে ১ লক্ষ টাকা সাহায্য করেন।

এছাড়া প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যসভার এম পি শুভাশিষ চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি রূপে হাজির ছিলেন লায়ন্স সঙ্গীতা জাঠি (প্রাক্তন ইন্টার ন্যাশনাল ডাইঃ) লায়ন্স বিষ্ণু বাজারিয়া (প্রঃ ইন্টারন্যাশনাল ডাইঃ), লায়ন্স অরবিন্দু পাল সিং (প্রঃ ইন ডাইঃ), লায়ন্স রেশমী বাগাল (এমসিসি এমডি ৩২২), লায়ন্স এস পি ব্যানার্জী (আই এম এম প্রাক্তন কাউন্সিল চেয়ারপার্সন এমডি ৩২২) লায়ন্স নির্মলেন্দু বাসু (ডি জি ৩২২সি)। লায়ন্স সুকন্যা ব্যানার্জী (আইএমএম প্রাক্তন ডি ডি ৩২২সি১) লায়ন্স আশিস কুমার সালুই (ভাইস ডি জি ৩২২সি১) বরো চেয়ারম্যান তারক সিং, ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজিত পোল্লে এবং বাখরাহাট লায়ন্সের চেয়ারম্যান কাজল দত্ত।

উল্লেখ থাকে যে এস পি ব্যানার্জী ২৫ লক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এবং বাখরাহাট লায়ন্সের চেয়ারম্যান কাজল দত্ত ক্লাবের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন। সকল অতিথি অভ্যাগতরা জীবন বাঁচাতে রক্তের অপরিহার্য্যতার কথা মনে করিয়ে দেন।

## মিলন উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভদ্রেশ্বর পুরসভা ও ভদ্রেশ্বর থানার যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গভর্নমেন্ট কলোনি পার্ক মাঠে দুর্গাপুজো, মহরম ও জগদ্ধাত্রী পুজোর ৪০টি কমিটিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, হুগলির পুলিশ সুপার আইপিএস ডঃ হুমায়ুন কবীর, ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকাশ গোস্বামী ভদ্রেশ্বর থানার ওসি নন্দন কুমার পাণিগ্রাহী, চাঁপদানি পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান বিনয় কুমার ও পুলিশ আধিকারিকরা। মঞ্চে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গান গেয়ে সকল দর্শকদের মাতিয়ে দেন।

## রেকর্ড গড়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অক্টোবর মাসে রেকর্ড গড়েছেন লেখক তথা সনামধন্য সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ। ১ থেকে ৩১ পুরো মাস জুড়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং ওয়েব ম্যাগাজিনে ১৬২টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার। এর আগে এমন নজির খুব একটা দেখা যায়নি। লেখক বলেন, গড়ে দৈনিক লেখার সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচখানার মতো। ফেসবুকে দেওয়া আছে কেউ চাইলে পড়তে পারেন।

## কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কেন এলো না' চিত্ররূপ দিলেন দিলীপ ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বর্ষীয়ান পরিচালক দিলীপ ঘোষকে পাওয়া গেল তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষকে স্মরণ করে তারই বিখ্যাত কবিতা 'কেন এলো না' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পট বিস্বম-এর লাগাতার তিন ধরে শ্যামবাজার থানার পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে। ৭৯-এর পটভূমিকায় এই ছবি। ছবির অনুরূপ বাড়ি তিনি বেছে নিয়েছেন জয়শিস গুপ্ত আর কনিণীকাকে। কনিণীকা 'অন্দরমহল'-এর পর ব্রেক নিয়ে এটা তার প্রথম কাজ। পরিচালক প্রশ্ন করলে তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে বেস করে খুব সুন্দর করে চিত্রনাট্য লিখেছেন চিত্র লেখা। পুরো ঘটনাটি একটি দিনকে বেস করে। সকালে বাবা অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা এবার আগে। দুর্গাপুজোর আগে, বোনাসের টাকায় ছেলেকে জামাকাপড় কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান।

সারাটা দিন ছেলেটি আনন্দিত চিত্তে কখনও রঙিন জামাকাপড় কেনার কল্পনায়, আবার কখনও কুমোরটুলির মূর্তি গড়ার কাজ দেখতে যায়। পড়াশুনোয় অমনোযোগী মন কেবলই বাবার প্রতীক্ষায়।

একটু একটু সময় আবর্তিত হয় ছেলের অস্থিরতা বেড়েই চলে। ছেলেটি জানলা দিয়ে একটি কালো গাড়িকে দূরে চলে যেতে দেখে এবং বোম পড়ার শব্দে মনে মনে বলে 'কিসের পুজো আজ এত বাজি পুড়ছে।' বাবা ভিত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসেন, কিছুটা স্বস্তি নিয়ে ছেলের খবর নেন। জানা যায় ছেলেটি বাড়িতে নেই। এমতাবস্থায় দিশেহারা বাবা মা দুজনে প্রতিবেশীর বাড়িতে খোঁজ নেয়, নেই তো কোথায় গেল ছেলেটি। পরিশেষে পাড়ার মোড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ছেলেটির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

অভিনয়ে বাচ্চা ছেলেটি শরৎ-এর চরিত্রে অরণ্য বা যে বাবা লোকনাথ করে ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ। ছেলেটির বাবার ভূমিকায় জয় সেনগুপ্ত। মায়ের চরিত্রে কনিণীকা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুমিত সমাদ্দার (বাইস্কোপওয়ালা), তপতী (বুড়িমা), মৌসুমী সিনহা (জেঠাইমা)। গীতিকার ও সুরকার হলেন ভূমির সুরজিত চ্যাটার্জী। ভয়েস ওভার তরুণ চক্রবর্তী। জয় সেনগুপ্ত বলেন, অপর্ণা সেনদের সময়ে উনি কাজ করতেন। ওই সময়ের টেস্ট পাব এবং ভালো কাজ করার তাগিদে আমি এই কাজটা করছি। আমি খুব আশাবাদী এই কাজটা নিয়ে।

কনিনীকা বললেন, আমার স্বপ্ন ছোট, পরিচালক আমার কথা মেনে নিয়ে কাজ করছেন। তাই কাজটা করতে পারছি। ভাল কাজ। আরণ্যক বললেন, বাবা লোকনাথ-এর থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা কাজ। জেঠুমণি আমার কথা ভেবেছে এটাই যথেষ্ট। ভাল কাজ চ্যালেঞ্জিং কাজ। আমি আমার সেরাটা দিতে প্রস্তুত।

পরিচালক 'একটি জীবন'-এর মতো ছবির প্রয়োজক ছিলেন। একটা সাঁওতালী ছবি পরিচালনা তিনি করেন। বহু ডকুমেন্টারি ও শর্ট ফিল্ম করার অভিজ্ঞতা তার ঝুলিতে রয়েছে। ৭৮ বছর বয়সেও তিনি দারুণ সচেতন তার কাজ নিয়ে এখনও যথেষ্ট সিরিয়াস। সেটা স্পটে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি। সবার মতো আমিও আশাবাদী তার কাজ নিয়ে। এই ছবি তার কেরিয়ারে নতুন কোন দিক উন্মোচন করুক এটাই আমার কাম্য।

ন্যাশনাল এবং ইন্টার ন্যাশনাল ফেস্টিভালে যাবে এই ছবি- অভিনেতা জয় সেনগুপ্তর কথা মিলিয়ে বলি- এই ছবি নিশ্চয়ই সাফল্য পাবে এবং নতুন কোনও দিক তুলে ধরবে।

## স্মরণীয় বরণীয় মাতৃসংঘ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৯ নভেম্বর শুক্রবার যাদবপুর ইউনির্ভাসিটির ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে মাতৃ সংঘের ভক্তিমূলক স্মরণীয় বরণীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল। নারী কল্যাণ সমিতির মাতৃ সংঘের কর্মাধ্যক্ষা শ্রীমতী পাপড়ি নাথ স্বাগত ভাষণ দেন। শঙ্খ ধ্বনি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত স্বরধ্বনিতে পূর্ণ সফল করো হে প্রভু' সমবেত সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলালেন পাপড়ি নাথ, মীণাক্ষি ঘটক, গৌরী মজুমদার, বীথিকা ব্যানার্জী, মন্দিরা চক্রবর্তী, পাপিয়া রক্ষিত প্রমুখ শিল্পী।

গণেশ বন্দনায় বিজয়লক্ষ্মী দাস এবং যোগনৃত্যে সুমেধা দেবনাথ দর্শক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ। সংঘের প্রবীণ সদস্য শ্রীমতী লতিকা বিশ্বাসকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সংঘের নাট্যকর্মী বনানী মুখার্জী রচিত ও পার্থ মুখার্জী নির্দেশিত 'গোধূলি কথন' শ্রুতি নাটক পরিবেশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানটিতে আবৃত্তি পাঠ ও সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস।

## হুগলিতে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া :** 'অন্ধজনে দেহ আলো' এদিন বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে সেই আবহেই আকর্ষণীয় করে তুলল ৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে এই দিনটি সঙ্গে প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে হুগলি রবীন্দ্রনগর কালীতলায় প্রতিবন্ধী সেবা সংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গার প্রতিবন্ধীদের উৎসাহিত ও সচেতন করতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

প্রত্যেক প্রতিবন্ধীদের কাছেই ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে প্রতিবন্ধীরা যে কোনও অংশে সাধারণ সক্রিয় সম্পন্ন মানুষের থেকে কোনও অংশে কম নয় তা বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। চলার পথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন। সাহসিকতার সঙ্গে। তাই একই হয়। প্রত্যেক শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ক্ষীণ দৃষ্টি পুরুষ ও মহিলাদের কম্বল বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের সুদৃশ্য ফাইল ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় উচ্চ শিক্ষার জন্য এই দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ মেয়ে ছেলেদের মতো কলেজে যান। কেউ রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পাঠরতা, আবার কেউ সংগীতে এম এ, এমনকি বি এড করছে। যেমন- মৌমিতা মণ্ডল, শান্তিপুর কলেজ থেকে বি এড পড়ছে, চৈতালি পাল বাঁকুড়া সারদামণি কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ করছে, মৌমিতা সামন্ত নদিয়া শান্তিপুর কলেজে বি এড দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

অন্যদিকে কেউ কেউ ট্রেনের হকার, আবার গান শুনিয়ে ভিক্ষা করে রোজগার করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নেতাজি সংঘ ক্লাব তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। জেলার প্রতিবন্ধী সংঘের সচিব রয়েছেন স্বপন বিশ্বাস। এক সময় তিনি নিজেও পড়াশোনায় স্কলারশিপ প্রাপ্ত মেধাসম্পন্ন ছিলেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য মনীন্দ্র বাগচি, চুঁচুড়া ব্লক সভাপতি দিলীপ কুমার দাস, নেতাজি সংঘের সভাপতি অশোক বিশ্বাস, ক্লাব সদস্য রিন্টু দে, সম্পাদক দয়াল বাছার প্রমুখ।

## রাসলীলা উৎসবে

**হীরালাল চন্দ্র :** গত ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় 'প্রয়াসের' উদ্যোগে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ স্মৃতি বিজড়িত মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের জাগ্রত গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ' মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে ও সম্পাদিকা শম্পা মুখার্জীর সুষ্ঠু পরিচালনায় ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বিংশতিতম 'রাসলীলা' মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। পবিত্র এই ভাবগম্ভীর শুচিস্নিগ্ধ শুভ অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী পামেলা চক্রবর্তী, অন্নপূর্ণা দে ও সুমা দাস। সঙ্গে তবলা, অকটোপ্যাড ও গিটার বাজিয়ে মোহিত করেন সুমন বাগচি, প্রদীপ ভট্টাচার্য, মুন্না শেঠ। সুন্দরভাবে সঞ্চালনা ও অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়ণ করেন প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ছবি গোস্বামী। উৎসবে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## সিঙ্গুর বইমেলা শুরু হচ্ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২৩তম সিঙ্গুর বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে সিঙ্গুর যুব সংঘ ফুটবল ময়দানের অপূর্বপুরে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে। চলবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মেলার আয়োজক সিঙ্গুর বইমেলা পরিচালন কমিটি। এবারে উদ্বোধন করবেন সাহিত্যিক কর্ণধার হর্ষ দত্ত ও সাহিত্যিক কণা বসু মিশ্র এবং সাহিত্যিক জিয়াত আলি।

বইমেলা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরনাথ চন্দ্র বলেন, এবারের বইমেলায় ৫০টির বেশি স্টল থাকছে। পাশাপাশি লিটিল ম্যাগাজিনের স্টল থাকবে। কলকাতার বেশ কিছু নামী প্রকাশনা সংস্থা হাজির হচ্ছে। যেমন- দে'জ পাবলিশার্স, আনন্দ প্রকাশনা সংস্থা, দেব সাহিত্য কুটির, নির্মল বুক এজেন্সি, দক্ষভারতী ইত্যাদি। মেলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে তারই নামে মূল মঞ্চ ও সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে। বইমেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ বসাক বলেন, এখানে বইমেলা কমিটির তহবিল থেকে বই ক্রেতাদের ৫ শতাংশ ছাড় আলাদাভাবে দেওয়া হয়।

প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় থাকছে এনআরসি কি এবং কেন দিশেহারা মানুষ, জলসঙ্কট ও পরিবেশ, গান্ধীজির ১৫০তম বর্ষ উপলক্ষে বিপন্ন গণতন্ত্র। বইমেলায় ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের আশ্চর্য রকম কীর্তিকলাপের উপর প্রদর্শনী করছে। ৮ই ডিসেম্বর স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ও সাধারণ মানুষ বইয়ের জন্য হাঁটুন' ও 'বইয়ের জন্য ভাবুন' এই স্লোগান নিয়ে পদযাত্রা থাকছে।

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১**

# অলরাউন্ডারকে হতে হয় তুখোড় ফিল্ডারও

**অরিঞ্জয় মিত্র**

ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে খুবই শোনা যায় অলরাউন্ডার শব্দটি। অলরাউন্ডার বলতে একটা সময় পর্যন্ত ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সমান পারদর্শীকেই উল্লেখ করা হত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে ক্রিকেট বিশ্বের শাশ্বত চার অলরাউন্ডারের কথা। ইংল্যান্ডের ইয়ান বথাম, নিউজিল্যান্ডের রিচার্ড হ্যাডলি, পাকিস্তানের ইমরান খান ও ভারতের কপিলদেব এই তকমা পেয়ে এসেছেন বহু বছর ধরে। এর মধ্যে নিজেদের অধিনায়কত্ব ও দাপটে দেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার নজির রয়েছে কপিল দেব নিখাঞ্জ ও ইমরান খানের। ১৯৮৩ তে কপিলের নেতৃত্বে ভারত ও ১৯৯২ তে ইমরানের ক্যাপ্টেনশিপে পাকিস্তান বিশ্বজয়ী হয়। এর মধ্যে ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন দুই অধিনায়কই। বথাম ও হ্যাডলি অনেক রেকর্ডের মালিক হলেও কোনওদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পান নি। এঁদের মধ্যে ইয়ান বথাম তাঁর ব্যাট-বলে জোড়া দক্ষতার পাশাপাশি কুখ্যাত ছিলেন তাঁর বদমেজাজের জন্য। তাছাড়া এই চারজনকে অলরাউন্ডার বলা হলেও ইয়ান বথাম ছাড়া কপিল, ইমরান বা রিচার্ড হ্যাডলি তিনজনেই কিন্তু তাঁদের বোলিং দক্ষতার জন্য বেশি পরিচিত ছিলেন। বথাম ছিলেন যথার্থ অর্থে অলরাউন্ডার। ব্যাট ও বলে তুখোড় ছিলেন তিনি। তবে ৮৩ র বিশ্বকাপে ভারতের জয়ে কপিলের জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ১৭-৫ থেকে ১৭৫ নট আউটের ইনিংস নিশ্চিতভাবে তাঁর ব্যাটিং স্বকীয়তার কথা জানান দিয়েছে। ইমরান খানও পাকিস্তানের প্রয়োজনে প্রায়ই বড় রানের ইনিংস গড়েছেন। জাহির আব্বাস, জাভেদ মিঁয়াদাদদের মতো তারকা ব্যাটসম্যানদের পাশাপাশি চিনিয়েছেন নিজের জাত। সেদিক থেকে হয়তো হ্যাডলি এদের সবার থেকে ব্যাটিংয়ে বেশ পিছিয়ে। তাও তিনিও বাকি ৩ জনের সঙ্গে সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারের বন্ধনীতে চলে এসেছেন। হয়তো আরও অনেককেই এই তালিকায় শামিল করা যেত। কারণ, যোগ্য অলরাউন্ডারের সংখ্যা কম নয় বলেই মনে করেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তবে কাদের আনা যেত, আর কাদের আনা হয়েছে সেটা নিয়ে না ভেবে এটুকু বলা যায় এই তালিকাটা কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য হিসেবেই সামনে এসেছে। হ্যাঁ, এতদিন পর হয়তো তাতে আরও কিছু সংযোজনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিয়োজন নৈব নৈব চ। কারণ, এই মহাতারকারা চিরকালীনভাবেই অলরাউন্ডারদের এলিট ক্লাবে এন্ট্রি নিয়েছেন।

ইমরান খানের ক্ষেত্রে আরও একটা কথা খুব চালু রয়েছে। সেটা হল রাজনীতির মাঠে সাফল্য পেয়ে ইমরান নিজের অলরাউন্ড এবিলিটির পরিধির আরও বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর অলরাউন্ডার বলতে ব্যাটিং, বোলিংয়ে সাফল্যের পাশাপাশি উইকেটকিপিং-এর কথাও হালফিলে উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ একজন যদি ভালো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটকিপিংয়ে অভিজ্ঞ হন, তিনিও অলরাউন্ডার হিসেবে গণ্য হওয়ার দাবিদার হয়ে উঠছেন। আরও একটা বিষয়ের কথা তুলে ধরা এই প্রসঙ্গে বিশেষ দরকার। সেটা হল ভালো ব্যাটিং বা বোলিংয়ের সঙ্গে দুর্দান্ত ফিল্ডিং করার ক্ষমতাও একজনের অলরাউন্ডার হয়ে ওঠার পথে বড় ভূমিকা নেয়।

ফিল্ডিংয়ের কথা উঠলে সবাই এখনকার ক্রিকেটারদের কথাই ভাববেন খুব স্বাভাবিকভাবে। সত্যি কথা বলতে ক্রিকেট এখন যে পর্যায়ে চলে গিয়েছে তাতে পেশাদারিত্বের কাঠামো আরও মজবুত হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেট ও ৫০ ওভারের ( তার আগের ৬০ ওভারের কথা আর উল্লেখ করা হল না) সীমিত ক্রিকেটের বাইরে এখন বড় জায়গা করে নিয়েছে টি-২০ ক্রিকেট।

টেস্টে ক্রিকেটও অনেক আধুনিক হয়েছে। গোলাপী বলের দিন-রাতের টেস্ট খেলার উদ্ভাবন তাতে নিশ্চিতভাবে নয়া মশলা জুগিয়েছে। তাছাড়া ভারতের মাটিতে হওয়া টি-২০ আন্তর্জাতিক লিগের আসর ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ বা আইসিএল সর্বজনীন আকার ধারন করেছে। একটা সময়ে কেরি প্যাকারের নেতৃত্বে যে চিন্তাভাবনা প্রথা বিরোধী বা অ-ব্যাকরণীয় বলে পরিচিত হয়েছিল সেটাই আজ সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করে বসে আছে। এরপরে আবার বিশ্বের নানা প্রান্তে টি-২০ র ক্ষুদ্র সংস্করণ বা টি-১০ ( ১০-১০ ওভারের ক্রিকেট ম্যাচ) দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। এমতাবস্থায় ক্রিকেটারদের শারীরিকভাবে ফিট থাকা কতটা জরুরি সেটা আর বলে দিতে হবে না। প্রত্যেক ক্রিকেটারই যেন একটা অ্যাথলিট সফটওয়্যারের মধ্যে নিজেদের আত্মস্থ করে তুলেছে।

কয়েক বছর আগে ফেরত গেলে কিন্তু ফিল্ডিং নিয়ে উদ্বেগের কথাটা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠত। মনে করা হত অস্ট্রেলিয়ার মতো এক-দুটো দল শুধুমাত্র দুরন্ত ফিল্ডিংয়ে ভর করে ৪০-৫০ রান বাঁচিয়ে দিচ্ছে আর ম্যাচের পর ম্যাচ জিতে যাচ্ছে। তখন ভারত, পাকিস্তানের ফিল্ডিং প্রায় পাতে দেওয়ার জায়গাতেই ছিল না। একটু পুরনো দিনের কথা ঘাঁটলে দেখা যাবে ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলে তুখোড় ফিল্ডার বলতে সেই কপিলদেব নিখাঞ্জের নামই আসত সর্বাগ্রে। গাভাসকার বা অন্য ভারতীয় তারকাদের ফিল্ডিং নিয়ে যতটা কম কথা বলা যায় ততই ভালো। ভারতীয় দলের সর্বকালীন অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্বলতার সবচেয়ে বড় জায়গাটাও ছিল সেই ফিল্ডিংই। তবে সৌরভের প্রথম অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন কিন্তু ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশের সেরা ছিলেন। আজ্জুর একহাতে বল তুলে তা উইকেটকিপার বা বোলারের কাছে ফেরত দেওয়ার অ্যাকশন রিপ্লে আজও যে কোনও তরুণ খেলোয়াড়কে উদ্দীপ্ত করে তুলবে। আজহারের পাশাপাশি অজয় জাদেজার কথাও বিশেষভাবে বলতে হবে। গড়াপেটার কালো ছায়া তাঁর ক্রিকেটীয় জীবনকে সংক্ষিপ্ত করলেও অজয় জাদেজার অসামান্য ফিল্ডিংয়ের স্মৃতি আজও সেই প্রজন্মের মানুষের স্মৃতিতে টাটকা হয়ে রয়েছে।

আজহার, জাদেজাদের আগে ভারতীয় ফিল্ডিং সম্পর্কে খুব একটা ভালো কথা শোনা যেত না। ওই সময়ের ফিল্ডিংয়ের একটা কথাই শোনা যায় আজও। সেটা হল একনাথ সোলকারের ক্লোজ ইন ফিল্ডিংয়ের কথা। তবে মাঠজুড়ে ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা পরীক্ষিত নয়। আজ্জু, জাদেজাদের সময়ে সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকান ফিল্ডার জন্টি রোডস। পাখির মতো ছোঁ মেরে কিভাবে অনেক দূর দিয়ে যাওয়া ক্যাচ তালুবন্দি করতে হয়, বা কিভাবে কঠিন একটা শটকে বাউন্ডারি হতে না দিয়ে রান-আউট করা যায় তা সুচারুভাবে দিনের পর দিন দেখিয়ে গিয়েছেন জন্টি রোডস। এই প্রসঙ্গে অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সম্পর্কে একটা পুরনো স্মৃতি তুলে না ধরলে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হল ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে যে ক্যারিবিয়ান দলটির রথ অশ্বমেধের গতিতে এগিয়ে চলেছিল তাতে ফিল্ডিংয়ের সারথীর কাজটা অনবদ্যভাবে পালন করতেন অগাস্টিন লোগি।

বস্তুত ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনেকেই ফিল্ডিংয়ে পটু হলেও গাস লোগি ছিলেন সেই প্রজন্মের মধ্যে সেরা। এর আগে বা পরে বিশ্ব ক্রিকেটে অনেক মহাতারকাই এসেছেন বা আসবেন। বর্তমানে ভারতীয় দলে মোটের ওপর সবাই ফিল্ডিংয়ে পারদর্শী। অধিনায়ক বিরাট কোহলি তো অন্য সব গুণের পাশাপাশি ফিল্ডিংটাও ব্যাপক করে থাকেন। তাও এই দলে এখনও পাওয়া যায় ইশান্ত শর্মার মতো খেলোয়াড়দের, যাঁরা হয়তো ফিল্ডিংয়ের আতঙ্কে অনেক রাতে দুঃস্বপ্নের শিকার হন।

# ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে দিনহাটার স্নিগ্ধা সরকার

**অমৃতা চন্দ দিনহাটা:** জাতীয় স্কুল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর যাচ্ছে দিনহাটার গোসানিমারি হাই স্কুলের ছাত্রী স্নিগ্ধা সরকার। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগামী বৃহস্পতিবার এই ছাত্রী মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে। উল্লেখ্য গত ২১ সেপ্টেম্বর রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় স্নিগ্ধা। দিনহাটা গোসানিমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী স্নিগ্ধা সরকার ২৮ নভেম্বর প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রওনা হবে বলে স্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষক তপন কুমার দাস জানান। তিনি জানান, গত সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের স্কুল ভিত্তিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে স্কুলের ছাত্র ছাত্রী স্নিগ্ধা। জাতীয় প্রতিযোগিতায় স্নিগ্ধার সাফল্য কামনা করেন স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষক ধর্মেন্দ্র সিংহ সহ অনেকেই। জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগে আজ বুধবার স্কুলের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে বলেও তিনি জানান। প্রতিযোগিতায় স্নিগ্ধা ভালো ফল করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে বলেও শিক্ষকরা আশাবাদী।

# ব্লক লেভেল স্পোর্টস মিট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চেতলার ঐতিহ্যবাহী ৭৫ বছরের ক্লাব হিন্দ্ সংঘ ও চেতলা মিলন সংঘ-এর আয়োজনে নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার সহযোগিতায় সম্প্রতি বিভিন্ন খেলার সমন্বয় ঘটেছিল চেতলা সহ বিভিন্ন মাঠে। মার্শাল আর্ট, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দাবা এবং ক্যারাম। অংশগ্রহণ করেছিল বহু যুবরা। ফুটবল খেলা হয় রবীন্দ্র সরোবরের সাউদার্ন অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে। চারটে দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। উদ্বোধন করেন স্কুল অফ কমার্স কোচিং সেন্টারের কল্যানেশ্বর ইন্দু সকলের প্রিয় পল্টু স্যার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেশব চক্রবর্তী এবং কিংশুক চৌধুরী। এরপর সন্ধেবেলায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পল্টু স্যার সহ অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক, হিন্দ্ সংঘের সভাপতি প্রণব গুহ, সহ সভাপতি সমীর দে, কোষাধ্যক্ষ পার্থ মুখার্জি সহ চেতলা মিলন সংঘের পক্ষ থেকে মানিক লাল দাস। অতিথিরা বিজয়ীদের গলায় মেডেল ও হাতে শিল্ড তুলে দেন। সকলেই ফুটবল খেলাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন এমন জিনিস প্রত্যেক বছরই করা প্রয়োজন। কল্যাণেশ্বর ইন্দু বলেন পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাকে অগ্রাধিকার আমি দিই কারণ খেলাধূলাতে মন ভালো থাকে শরীর ভালো থাকে তাতে পড়াশোনায় মন বসে এবং মস্তিষ্কেরও উত্তরণ ঘটে। শান্তি মল্লিক বলেন, ফুটবল বা যে কোনও শারীরিক পরিশ্রমই আমাদের মন আরও পরিষ্কার করে, মাথা আরও তীক্ষ্ণতার সাথে এগিয়ে চলে তাই তিনি সকলকে ফুটবল খেলায় উদ্বুদ্ধ করেন।

# মহাসমারোহে চলছে তৃতীয় বার্ষের এম পি কাপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১ ডিসেম্বর সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠের মাঠে তৃতীয় বার্ষিক ডায়মন্ড হারবার এম পি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। সন্ধ্যায় অপূর্ব আলোক সজ্জায় সজ্জিত এবং ড্রোন ক্যামেরায় অভিনব লাইভ প্রচারের অভিনবত্বে দর্শক মুগ্ধ হন। খেলা শুরুর আগে মাঠ জুড়ে আদিবাসী নৃত্য, বাংলার ঢাক সহ নানা জেলার লোকশিল্প প্রদর্শনীতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মাঠ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর আশীর্বাদ ধন্য জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমন্ত বৈদ্য। তাঁর আয়োজনের মুন্সিয়ানার তারিফ করেন সকলেই। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী বলেন, খেলার সঙ্গে রাজনীতি, ধর্ম জড়াবেন না। প্রাণ খুলে আনন্দ উপভোগ করুন। এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের দায়িত্বর ব্যাপারে তিনি সদা তৎপর আছেন। মঞ্চে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ববি), পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সাংসদ ডেরেক-ও ব্রায়েন, ডাঃ শান্তনু সেন, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, বিধায়ক অশোক দেব, দিলীপ মণ্ডল, সোনালী গুহ প্রমুখ। উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন চণ্ডী ও চক এনায়েত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত। জয়ী হয় ৪-২ গোলে চক এনায়েত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত। খেলার পর সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নেন মুম্বাইয়ের প্রখ্যাত শিল্পী হিমেশ রেশমিয়া। অত্যাধুনিক আতসবাজী পোড়ানোর মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়।

# প্রতিভাবানদের পাশে এগিয়ে এল দুই পঞ্চায়েত

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানি ১ ব্লকের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা চম্পা নাইয়া। অত্যন্ত অসহায় দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। বাবা তপন নাইয়া রাজমিস্ত্রি কাজ করেন এবং মা লক্ষ্মী নাইয়া গৃহকত্রী। পাঁচ মেয়ে ও এক পুত্র সন্তান নিয়ে অভাবের সংসার তপন বাবুর। রাজমিস্ত্রি কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালান তপন বাবু। পাশাপাশি খুব কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নাইয়া পরিবারের ছোট মেয়ে চম্পা নাইয়া এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয় গড়িয়ার সবুজ দল ক্লাবে। গড়িয়াতে কেন্দ্রীয় ক্যারাটে খেলা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সকল কে তাক লাগিয়ে দেয় নিকারীঘাটার চম্পা নাইয়া।

চম্পার এমন সাফল্যে গড়িয়ার সবুজ দল ক্লাবের সহযোগিতায় নেপালে ক্যারাটে খেলতে যাওয়ার সুযোগ পায়। চম্পা নাইয়া প্রথম হয়ে গ্রিন বেল্ট সম্মানে সম্মানিত হয়েছিল। কিন্তু নেপালে খেলতে যাওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় হতাশ হয়ে পড়ে চম্পা সহ তার পরিবারের সকল সদস্যরা।

অমন কৃতিত্বের অধিকারীর এমন শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা জানতে পারেন মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস ও মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই।

এমনিই সারা বছর ধরে নানান ধরনের সেবামূলক কাজ দরিদ্রথের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকেন প্রধান উত্তম দাস।এমন কথা আগেই গোচরে ছিল চম্পা নাইয়ার।আর সেই আশাভরসা নিয়ে সোমবার সকালে প্রধান উত্তম দাস এবং প্রধান হরেন ঘড়ুইর কাছে নেপালে খেলতে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিল। দুই পঞ্চায়েত প্রধান বিবেচনা করে ছোট্ট মেয়ের আর্জি মঞ্জুর করেন।এবং নেপাল এ খেলতে যাওয়ার সমস্ত সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন দুই প্রধান।

পাশাপাশি দুই পঞ্চায়েত প্রধান চম্পার উপর ভরসা করে তাকে বলে ক্যারাটে খেলায় যোগ্য সম্মান ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে আমরা দুই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আবারও সম্মান জানাবো।

প্রধান উত্তম দাস বলেন, চম্পা নাইয়ার প্রতি আমাদের আশীর্বাদ রইল। ওর মত মেয়ে ক্যানিংয়ের ঘরে ঘরে জন্মাক।এমন প্রতিভা আমাদের ক্যানিং এর গর্ব।

তিনি চম্পাকে আরো বলেন বাড়িতে গিয়ে তোমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে তোমার সমস্যার কথা বলবে। প্রয়োজনে আমরাও সুপারিশ করবো।

নেপালে খেলতে যাওয়ার চম্পার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত। এমন খবর পাওয়ায় আবেগে আপ্লুত হয়ে প্রধান উত্তম দাস ও হরেন ঘড়ুই কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন চম্পার পরিবার।

# ক্যানিংয়ে ৪২তম বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং আন্তঃ মহকুমার বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হল বুধবার সকালে। ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে আয়োজিত ৪২ তম বর্ষের এই আন্তঃ মহকুমা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় বোর্ডের চেয়ারম্যান ঘনশ্রী বাগ। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি পরেশ রাম দাস,মাতলা ২গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা,সুশীল সরদার সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য নিমাই মালি সহ অন্যান্যরা।

এদিন এই বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী দক্ষিণ,ক্যানিং বাসন্তী,গোসাবা,ঘুটিয়ারী শরীফ ও গোসাবা উত্তর চক্রের মোট ৫৫০ প্রাথমিক,নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়,মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী দৌড়,লঙজাম্প,হাইজাম্প,বিস্কুট দৌড়,মশাল দৌড় সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com